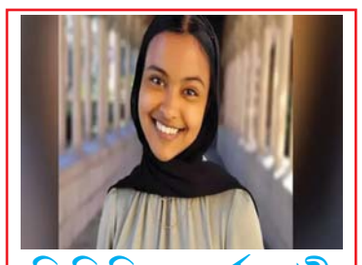

ফিলিস্তিন সমর্থনকারী সেরা ছাত্রীর বক্তৃতা রদ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের

সারে-জমিন

বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার নওশাদের

রূপসী বাংলা

ধর্মমুক্ত নয়, ধর্ম উৎসারিত মানবতাই আদর্শ

সম্পাদকীয়

বাবা ইট ভাটার শ্রমিক, মা পরিচারিকা, পুত্র আইপিএস

সাধারণ

ফুটবলারকে আক্রমণের পর দর্শকের জন্য কড়া আইন করবে সৌদি

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৭ এপ্রিল, ২০২৪
৪ বৈশাখ ১৪৩১
৭ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 104 ■ Daily APONZONE ■ 17 April 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


**প্রথম নজর**

## ২৯ মাওবাদীকে গুলি করে হত্যা ছত্তিশগড়ে

**আপনজন ডেস্ক:** ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার কাঙ্কের জেলায় ২৯ জন নকশালপন্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা।
বামপন্থী চরমপন্থার বিরুদ্ধে রাজ্যের লড়াইয়ের ইতিহাসে একক এনকাউন্টারে এটিই ছিল সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা। ২০২৪ সালের শুরু থেকে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বস্তার অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে পৃথক বন্দুকযুদ্ধে সব মিলিয়ে ৭৯ জন নকশাল নিহত হয়েছে।
এবারের বন্দুকযুদ্ধে তিন নিরাপত্তারক্ষীও আহত হয়েছেন এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা যিনি স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি এই এনকাউন্টারকে "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক" বলে অভিহিত করে বড় সাফল্য হিসাবে প্রশংসা করেছেন। এর জন্য সাহসী সুরক্ষা কর্মীদের কৃতিত্ব প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেন।
বস্তার রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, দুপুর ২টো নাগাদ ছোটবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বিনাগুন্ডা ও করোনার গ্রামের মধ্যবর্তী হাপাটোলা জঙ্গলে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) একটি যৌথ দল মাওবাদী বিরোধী অভিযানে বেরিয়েছিল। নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) শঙ্কর, ললিতা, রাজু এবং অন্যান্যদের উত্তর বস্তার ডিভিশনের সিনিয়র ক্যাডারদের উপস্থিতির তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।
ওই আইপিএস অফিসার জানান, এলাকায় টহলদারি চলাকালীন দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলির লড়াই শুরু হয়।
ঘটনাস্থল থেকে ২৯ জন মাওবাদীর দেহ এবং একে-৪৭, এসএলআর, ইনসাস এবং ০.৩০৩ রাইফেল সহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
নকশাল অধ্যুষিত বস্তার লোকসভা আসনে প্রথম দফায় ১৯ এপ্রিল এবং বস্তার অঞ্চলের অন্তর্গত কাঙ্কের লোকসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ২৬ এপ্রিল।
ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানান সুন্দররাজ। তিনি বলেন, বন্দুকযুদ্ধে তিন নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে। তাদের চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে রাজ্যের রাজধানী রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

# সিভিল সার্ভিস ২০২৩-এ প্রথম আদিত্য শ্রীবাস্তব, উত্তীর্ণ হলেন ৫১ মুসলিমও

**আপনজন ডেস্ক:** মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০২৩-এর চূড়ান্ত মেধা তালিকা। এ বছর ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস এবং সেন্ট্রাল সার্ভিস গ্রুপ এ ও গ্রুপ বি-তে নিয়োগের জন্য মোট ১০১৬ জনের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। আদিত্য শ্রীবাস্তব যিনি ভারতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ২০২৩ এ সর্বভারতীয় ভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন অনিমেষ প্রধান। তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন ডোনুরু অনন্যা রেড্ডি। চতুর্থ পি কে সিদ্ধার্থ রামকুমার। পঞ্চম হয়েছেন এক মুসলিম কন্যা রুহানি। প্রথম দশের মধ্যে আরো এক মুসলিম নওশীন স্থান পেয়েছেন।
তবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০২৩-এর চূড়ান্ত মেধা তালিকায় থাকা ১০১৬ জনের মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি মুসলিম স্থান পেয়েছেন। সিভিল সার্ভিস মেধা তালিকা ২০২৩-এ স্থান পাওয়া মোট ৫১ জন মুসলিমের মধ্যে পাঁচজন - রুহানি, নওশীন, ওয়ার্দাহ খান, জুফিশান হক এবং ফ্যাবি রশিদ শীর্ষ ১০০ জনের তালিকায় রয়েছেন। পশ্চিবঙ্গ থেকে একমাত্র মুসলিম স্থান করে নিয়েছেন মেধা তালিকায়। তিনি হলেন আসানসোলের বার্নপুরের ভূমিপুত্র মুহাম্মদ ওয়ার্শিদ খান। ইউপিএসসি প্রার্থীদের তাদের ধর্ম দ্বারা চিহ্নিত করে না। উপরের তালিকাটি ইউপিএসসি দ্বারা প্রকাশিত সিভিল সার্ভিস ফাইনাল

ফলাফলে উল্লিখিত প্রার্থীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি নাম বেশ বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়েছে। যদিও এই ধরনের নাম একাধিক ধর্মের লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
২০২২ সালে, সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি এবং মেইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ২,৫২৯ জন প্রার্থীকে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৮৩ জন মুসলিম ছিলেন।
আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, আইআরএস এবং অন্যান্য সিভিল সার্ভিস পদের জন্য মোট ৯৩৩ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩০ জন ছিলেন মুসলিম।
***এক নজরে সিভিল সার্ভিস মেধা তালিকায় মুসলিমদের তালিকা ২০২৩:***
১. রুহানি (৫)
২: নওশীন (৯)
৩: ওয়ারদাহ খান (১৮)
৪: জুফিশান হক (৩৪)
৫: ফাবি রশিদ (৭১)
৬: এআরএফএ উসমানী (১১১)
৭: সৈয়দ আদিল মহসিন (১৫৭)
৮: খান সায়মা সিরাজ আহমেদ (১৬৫)
৯: সায়েম রেজা (১৮৮)
১০: ফারহীন জাহিদ (২৪১)
১১: আরিবা সাগির (২৫৩)
১২: এহতেদা মুফাসসির (২৭৮)
১৩: নাজিশ উমর আনসারি (৩১১)
১৪: সৈয়দ মুস্তাফা হাশমি (৩১২)
১৫: ফাতিমা শিন্না পারাবত (৩১৭)
১৬: শাহিদা বেগম এস (৩২৩)
১৭: হামিদ নাভেদ (৩৩২)
১৮: আরিবা নোমান (৩৩৯)
১৯: মোহাম্মদ হারিস মীর (৩৪৫)
২০: মোহাম্মদ ফারহান সেহ (৩৬৯)
২১: মোঃ তাবিশ হাসান (৩৭৪)
২২: গোলাম মায়া দিন (৩৮৮)
২৩: আলিফা খান (৪১৮)
২৪: দানিশ রাব্বানী খান (৪৪৭)
২৫: জোহরা বানু (৪৬৯)
২৬: মোঃ আসিম মুজতেবা (৪৮১)
২৭: আবদুল ফজল পিভি (৫০৭)
২৮: মোহাম্মদ আফতাব আলম (৫১২)
২৯: সীরাত বাজি (৫১৬)
৩০: আফজাল আলী (৫৭৪)
৩১: মোহাম্মদ রিসউইন (৬৫৯)
৩২: নাজিয়া পারভীন (৬৭০)
৩৩: সৈয়দ তালিব আহমেদ (৬৭৭)
৩৪: শোয়াব (৭৩০)
৩৫ আব্দুল্লাহ জাহিদ (৭৪৪)
৩৬: তাসলিম এম (৭৪৫)
৩৭: সোফিয়া সিদ্দিকী (৭৫৮)
৩৮: মোঃ শাহানশাহ সিদ্দিকী (৭৬২)
৩৯: মোঃ আশফাক (৭৭০)
৪০: আতিফ ওয়াকার একরাম আনসারী (৮১৯)
৪১: মোঃ বুরহান জামান (৮২২)
৪২: ঘাঞ্চি গজালা মহম্মদ হানিফ (৮২৫)
৪৩: সৈয়দ সাদিক (৮২৬)
৪৪: নাজমা এ সালাম (৮৩৯)
৪৫: রশিদালী এ (৮৪০)
৪৬: জে আশিক হুসেন (৮৪৫)
৪৭: আইএনবিএ এস (৮৫১)
৪৮ : আহরাস এ এন (৮৫২)
৪৯ : হামসা শ্রী এন এ (৮৬৬)
৫০: মোঃ ওয়ার্শিদ খান (১০১২)
৫১: আজমল হোসেন (১০১৩)।

ডব্লুবিসিএসের পর এবার আইএএস

## বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করলেন ওয়ার্শিদ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** সাচার কমিটির রিপোর্টে পশ্চিমবাংলার মুসলিমদের পশ্চাদপদতার যে চিত্র ফুটে উঠেছিল সেখানে উচ্চ পদস্থ সরকারি আমলার চাকরিতে রাজ্যের মুসলিমদের অগ্রগতি নজর কাড়ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে পশ্চিমবাংলা থেকে আইএএস হয়ে প্রথম নজির সৃষ্টি করেছিলেন সেখ নুরুল হক ও মোস্তাক মুর্শেদ। তার পর তাদের উত্তরসূরী হয়ে ওঠেন আরও দুজন। একজন কলকাতার আজার জিয়া। আর অন্যজন উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের মানজার আনজুম। এবার তাদের সঙ্গে আর এক বাংলার সন্তান আইএএস হিসেবে নাম লেখালেন। তিনি হলে আসানসোলের বার্নপুরের ভূমিপুত্র মুহাম্মদ ওয়ার্শিদ খান। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে ইউপিএসসি ২০২৩ সালের পরীক্ষার ফলাফল। তাতে উত্তীর্ণ ১০১৬ জনের মধ্যে স্থানন করে নিয়েছেন ওয়ার্শিদ খান। তার প্রাপ্ত স্থান ১০১২।
আসানসোলের বার্নপুরের বাসিন্দা বশির খান ও রাবিয়া খাতুনের তিন সন্তানের মধ্যে দুই কন্যা এবং একমাত্র পুত্র মুহাম্মদ ওয়ার্শিদ। তার বেড়ে ওঠা আসানসোলেই। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যাক্স কমিশনার হিসেবে তার কর্মজীবনের শুরু। পরে তিনি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা-২ এর বিডিও পদে আসীন হন। এরপর যোগ দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-২ এর বিডিও হিসেবে। এরপর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে তাকে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর-২ ব্লকের নিয়োগের কথা বলা হলেও পরে তা বাতিল করা হয়। এরপর গত ৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মুহাম্মদ ওয়ার্শিদ খানকে কোচবিহার জেলার ডিএম ডিসি পদে নিয়োগ করে। বর্তমানে তিনি নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোচবিহারে জেলার এইআরও পদে কর্মরত বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, তিনি দিল্লি ড. জাফর মাহমুদের জাকাত ফাউন্ডেশন থেকে আইএএস প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এছাড়া, কলকাতা অ্যাকাডোমিক অ্যাসোসিয়েশনের ডব্লুবিবিএস পরীক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ওই সংস্থার কর্ণধার শামিম সরকার।
তবে, মুহাম্মদ ওয়ার্শিদের জীবনে উচ্চ পদস্থ সরকারি আমলা হওয়ার অভিষেক ঘটে ২০১৮ সালের ব্যাচের ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) হয়ে। তার পরিবার সূত্রে খবর, এখানেই থেমে থাকতে না চেয়ে দিল্লি জাকাত ফাউন্ডেশনের আইএএস কোচিংয়ে জোর দেন আইএএস হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্ন অবশেষে সফল হতে চলেছে মুহাম্মদ ওয়ার্শিদের। আর তার এই সাফল্যে বাংলার শুধু গৌরব বৃদ্ধি হল না, রাজ্যের মুসলিম সমাজের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক।

## বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রত্যেকের পরিচয়, স্বাধীনতা বিপন্ন হবে: মমতা

**আপনজন ডেস্ক:** নবরাত্রির সময় বিরোধীরা মাছ খাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের সমালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যারা মাছ খায় তাদের নিয়ে বিজেপির সমস্যা রয়েছে।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলায় এক জনসভায় যখন মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেন, উত্তরের রায়গঞ্জে একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।
মমতা বলেন, এক শিখকে দেখে বিজেপি নেতারা তাকে খালিস্তানি বলে ডাকছেন, মুসলিমকে পাকিস্তানি বলছেন। কেউ যদি মাছ খায়, তাতেও বিজেপির সমস্যা আছে। আমরা কী খাব বা কী পরব তা ঠিক করার তুমি কে?
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে এক আইপিএস অফিসারকে 'খালিস্তানি' বলার অভিযোগে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। বিজেপি নেতারা যখন সন্দেশখালিতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ওই এলাকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করায় পুলিশ তাদের বাধা দেয়।
বিজেপির সমালোচনা করে মমতা বলেন, প্রত্যেকের নিজস্ব রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে। তবে বিজেপি আমাদের বৈচিত্র্যকে মুছে ফেলবে। তারা আপনার জন্য সবকিছু সিদ্ধান্ত নেবে– কী খাবে এবং কী পরবে। মানুষকে হয়তো তার মনের কথা বলতে দেওয়া হবে না। দেশে কোনও নির্বাচন হবে না, কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সংবিধান থাকবে না এবং তারা ক্ষমতায় এলে কেবল মোদি সরকার থাকবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তেহার নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, বিজেপির ইস্তাহার আমার অবস্থানকে প্রমাণ করেছে। আমি আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) মাছের মাথা, জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি) হল লেজ, এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) হল অন্ত্র। বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রত্যেকের পরিচয় এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হবে– সে তপশিলি, আদিবাসী, রাজবংশী, মতুয়া, কামতাপুরি, সংখ্যালঘু, হিন্দু বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ই হোক না কেন।
লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের বিশেষ প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে বিজেপি নেতাদের সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি খবরের কাগজে পড়ে জেনেছি বিজেপি লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে। আমি তাদের এটা করার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। তারা কখনোই তা করতে পারবে না।
২০২১ সালে চালু হওয়া 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্প এবং সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক ঝড়ে বাস্তুচ্যুতদের জন্য ঘর নির্মাণের অনুমতি না দেওয়ার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) সমালোচনা করেন মমতা। গত ৩১ মার্চ জেলা ও এর আশপাশের এলাকায় আকস্মিক ঝড় ও ভারী বর্ষণে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, যেহেতু লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) কার্যকর রয়েছে, তাই বিজেপির কমিশন ঝড়ে যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, তাদের বাড়ি দেওয়ার অনুমতি দেয়নি।
মমতা বলেন, ওরা (বিজেপি) ২০০ পার করবে না। আমরা বাংলায় জিতব। পঞ্জাবে জিতবেন অরবিন্দ। স্তালিন জিতবেন। উত্তরপ্রদেশে জিতবেন অখিলেশ। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, দিল্লিতে আম আদমি পার্টি এবং তামিলনাড়ুতে ডিএমকে) কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, বিজেপি সেখানে শূন্য আসন পাবে।

## ৫ বছর ধরে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

**অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট**

**আপনজন:** নির্বাচনী প্রচারে বালুরঘাটে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে সভা করেন নরেন্দ্র মোদি। এদিন বালুরঘাট রেলস্টেশন ময়দান সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড: সুকান্ত মজুমদার, বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক ড: অশোক কুমার লাহিড়ী, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায়, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সহ আরো অনেকে।
এদিন নিজের বক্তব্যের শুরুতে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আজ পুরো বাংলা বলছে ৪ জুন ৪০০ পার। গত পয়লা বৈশাখের দিন বিজেপির সংকল্প পত্র দেশের জনগণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। সংকল্প পত্রে মোদি আগামী পাঁচ বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছে। সম্পূর্ণ ফ্রিতে বিদ্যুতের জন্য সোলার প্লান্টের ব্যবস্থা করা হবে। ৭০ বছরের বেশি বয়সের বয়স্ক ব্যক্তিদের আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া হবে।'
রামনবমী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় রামনবমী পালন আটকাতে ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল। কিন্তু দিনের শেষে আদালতের নির্দেশে সত্যের জয় হয়েছে।'

উন্নয়নের বার্তা দিয়ে মোদি জানান, 'আগামী ৫ বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি। গরিবদের জন্য ৩ কোটি আরও নতুন ঘর তৈরি হবে। আগামী ৫ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। বাড়ি বাড়ি সিলিন্ডারের সুবিধা পাবেন দেশের সব মানুষ।'
তিনি আরো বলেন, 'যবে থেকে মোদীর গ্যারান্টি কার্ড এসেছে, তৃণমূলের লোকেরা দু'গুণ ক্ষেপে গিয়েছে। দলিত, আদিবাসী, বঞ্চিতরা তৃণমূলের দাস নয়। এবং দাস থাকবেও না। আদিবাসী মহিলাদের নীচু দেখানো তৃণমূল নিজেরাই নীচু হয়ে যাবে। বাংলায় মেয়েদের আইটি, শিক্ষা, পর্যটনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'
মোদী বলেন 'বামফ্রন্ট ও তৃণমূল মিলে বালুরঘাটের মতো জায়গা কে উন্নয়নের দিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এখানকার যুবকদের কাজের জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হয়। তৃণমূলের এত বিরোধ সত্ত্বেও বিজেপি বালুরঘাটের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেই চলেছে। বালুরঘাট রেল স্টেশন কে অমৃত ভারত রেল প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।কেন্দ্র সরকার বালুরঘাট এয়ারপোর্ট এর জন্যও অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

## প্রথম নজর

### অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

**আপনজন:** সারা রাজ্যের পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন ও প্রচার অভিযান।এই অভিযান চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত বলে জানান হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল অফিসার ইনচার্জ প্রবীর রায়।'অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করুণ,জাতি গঠনে অবদান রাখুন'-এবছর এই থীম কে সামনে রেখে প্রচার অভিযান চালাচ্ছে দমকল কর্মীরা।মানুষকে সাবধান করতে গ্রামের মেঠোপথে ধুলো উড়িয়ে মাইক লাগানো টোটো নিয়ে প্রচারে নেমেছেন দমকল কর্মীরা।হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল অফিসার ইনচার্জ প্রবীর রায় বলেন,'প্রতি বছর মরসুমের এই তিন-চার মাসে মানুষের অসাবধানতায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।তা ছাড়া ১৪ থেকে ২০ এপ্রিল সরকারের ঘোষিত'অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালিত হচ্ছে। মানুষকে সচেতন করতেই প্রচার করা হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল কেন্দ্রের অধীনে থাকা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ফ্যাক্টরি ও শপিংমল সহ বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় দমকলের আধিকারিক ও কর্মীরা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে।পাশাপাশি সেখানকার কর্মীদের অগ্নি নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করতে মহড়া দেওয়া হচ্ছে ও সচেতন করা হচ্ছে।

### ঈদ পুনর্মিলন

*আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুর বিজ্ঞান মঞ্চ হলে ঈদ পুনর্মিলনী সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, নুদয়া জেলা সম্পাদক আব্দুল আজিজ, মাওলানা সজারুল ইসলাম, মাও. আসাদুজ্জামান, বহরমপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান প্রমুখ। ঈদের তাৎপর্য বক্তারা আলোচনা করেন সভায়। ছবি: সজিবুল ইসলাম*

## ভিক্টরের সমর্থনে গোয়ালপোখরে সভা অধীর চৌধুরীর

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

**আপনজন:** রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ ওরফে ভিক্টরের সমর্থনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী জনসভা উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর-এর সাহাপুরে। একই দিনে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর ভাই গোলাম হায়দার ও রব্বানীর ভাগনা তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করেন। জনসভায় বক্তব্য রেখে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন ভিক্টর খুব ভালো ছেলে এবং লড়াকু নেতা। তিনি আরো বলেন আমার হাত ধরে ভিক্টর কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তার মধ্যে প্রতিভা রয়েছে, লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে তাই তাকে রায়গঞ্জে লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড় করানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন সকাল দেখলে যেমন বুঝা যায় দিন কেমন হবে, তেমনি এই জনসভার মানুষ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ভিক্টরের জয় নিশ্চিত। পাশাপাশি তিনি বিজেপি ও তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন।
উপস্থিত ছিলেন পার্লামেন্টের বিদায়ী দলনেতা ও রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধীর রঞ্জন চোধুরী, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফেজ আলম সাইরানি, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহিত সেনগুপ্ত, সিপিআইএম এর জেলা সম্পাদক আনয়ারুল হক, কংগ্রেস নেতা হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, কংগ্রেস নেতা আবু বাক্কার, মাস্টার মোস্তফা, আবুল কাশেম সহ আরো অনেকেই।

## তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল অধীরের বিরুদ্ধে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

**আপনজন:** কংগ্রেস নেতা তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী গত কয়েক দিন আগে ভোট প্রচারে বেরিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে হেনস্ত করার অভিযোগ উঠে তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার জলঙ্গী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয় জলঙ্গীর দলীয় কার্যালয় থেকে পদ্মা নদীর ধার পর্যন্ত ।এদিনের এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, জলঙ্গী ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ, ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সহ দক্ষিণ জোনের পাঁচ অঞ্চলের কর্মী সমর্থক ও জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে দলীয় প্রধান গনেরা। এদিনের মিছিল থেকে অধীর চৌধুরীকে বিভিন্ন ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাম কংগ্রেসের যে জোট করেছে সেই জোট কে একাধিক ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায় তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে।মিছিলে শেষে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ বলেন যে ঘটনা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ঘটিয়েছে সেই ঘটনার প্রতি ধিক্কার জানাই ।ভোট প্রচারে বেরিয়ে যেভাবে একজন কে হেনস্থা করেছিল তারই প্রতিবাদে গোটা জেলার পাশাপাশি জলঙ্গীতেও ধিক্কার মিছিল করা হয় বলে জানান।

## নির্বাচনের আগেই নাকা তল্লাশিতে ভুয়ো এনআইএ অফিসার গ্রেফতার লালগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** আগামী ৭ই মে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার আগে নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াড টিম এবং পুলিশ প্রশাসনের যৌথ তৎপরতায় বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। বিশেষ করে প্রধান রাজ্য সড়ক গুলিতে প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে নাকা তল্লাশি। নাকা তল্লাশিতে লালগোলায় ধরা পড়লো ভুয়ো এনআইএ অফিসার। অন্যদিকে ভগবানগোলায় হেরোইন তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, লালগোলা থানার পাহাড়পুর এলাকায় বহরমপুর-জঙ্গিপুর রাজ্য সড়কে সোমবার রাতে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় এক স্কুটি চালককে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথায় অসঙ্গতি মেলে। নিজেকে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি অর্থাৎ এনআইএ অফিসার দাবি করেন তিনি। তার পরেই পুলিশ তার স্কুটিতে তল্লাশি করে। স্কুটির বাক্স থেকে ভুয়ো আই কার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও সেই আই কার্ড দেখে বোঝা মুশকিল সেটি নকল। একদম নিখুঁতভাবে কার্ডটি নকল করা হয়েছে এবং সেখানে চার সংখ্যার ৪৭০৯ নম্বরটি ব্যবহার করা হয়েছে কোড হিসেবে। ধৃতের নাম জাহির আব্বাস, তার বাড়ি লালগোলা থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রামনগর এলাকায়। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিয়েও চাকরির না পাওয়ায় জঙ্গিপুর ও লালগোলাতে বেসরকারি কোচিং সেন্টার খুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি বিষয় পড়তেন তিনি। কোচিং সেন্টারের পড়ুয়া গৌতম রায়, পিঙ্কি সরকারদের বক্তব্য, 'স্যারের কাছে পড়ে পরিক্ষায় কেউ খারাপ ফল করে না। এমনকি আমাদের সুপরামর্শ দিতেন। তাই স্যার এমন কাজ করেছেন, সেটা মানতে পারছি না।' এমনকি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবেই পরিচিতি তার। সবসময় পড়াশোনা নিয়ে থাকতো সে, এই ধরনের কাজে হতবাক হয়েছেন সকলেই। অন্যদিকে ভগবানগোলা থানার কালুখালী বাইপাস এলাকায় নাকা তল্লাশি করার সময় হেরোইন তৈরির কাঁচামাল সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম হাবিবুর শেখ, তার বাড়ি লালগোলা থানার চুয়াপুকুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বহরমপুর-লালগোলা রাজ্য সড়কে ভগবানগোলা থানার কালুখালী বাইপাস মোড়ে নাকা তল্লাশি করছিল ভগবানগোলা থানার পুলিশ এবং নির্বাচনী ফ্লাইং স্কোয়াড টিম। সে সময় একটি বেসরকারি বাস থেকে এক ব্যক্তি নেমে পালাতে গেলে তাকে পুলিশ পাকড়াও করে, তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কেজি ২০০ গ্রাম পোস্ত ফলের আঠা বা অপিয়াম বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বহরমপুরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পোস্ত ফলের আঠা পৌঁছাতে হতো তাকে, পরে সুযোগ বুঝে রানীনগর সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ হেরোইন পৌঁছানোর কথা ছিল। ওই মাদক কারবারীর সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই বলেন, 'প্রতিনিয়ত নাকা তল্লাসি করা হচ্ছে রাজ্য সড়কের উপর। পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উপরেও চলছে নাকা তল্লাশি। সোমবার রাতে লালগোলায় ভুয়ো এনআইএ অফিসার এবং মঙ্গলবার দুপুরে ভগবানগোলায় মাদক তৈরীর কাঁচামাল সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত নাকা তল্লাশি চলতে থাকবে।'

## ভোট আসতেই মুর্শিদাবাদের কোথাও ফাটছে বোমা, কোথাও উদ্ধার সকেট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। অল্পের জন্য রক্ষা পেল বহু মানুষ, চাঞ্চল্য রেজিনগরে।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার নাজিরপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন দুপুরে নাজিরপুর পশ্চিম পাড়া এলাকায় একটি কাঠ মিলের পিছনে হঠাৎ করে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। লোকসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন রেজিনগরে বোমা দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে।
যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চান নি । এই ঘটনায় রেজিনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মিন্টু সিং তিনি বলেন কাঠ মিলের পিছনে রেজিনগর বিধানসভার বিধায়কের লোকজন বোমা মজুদ করে রেখেছিল। আর সেই বোমা রোদ্রের তাপে বিস্ফোরণ হয়। প্রশাসনের কাছে দাবি সঠিক তদন্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক বলে জানান তিনি । এদিকে, আবারো এক ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার মুর্শিদাবাদের সাগর পাড়া থানার চক্ররাম প্রসাদ এলাকায়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তল্লাশি চালায় ।একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে থেকে এক ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার হয় ।তবে বোমা গুলি কি কারণে মজুদ করা ছিল তা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ ।যদিও এই ঘটনায় কোন অপ্রতিকার ঘটনা না ঘটে সেই কারণে সারা রাত্রি পুলিশ পাহারা দিয়ে রাখে ।বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। বোম নিষ্ক্রিয় করার জন্য বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
তবে কিছুদিন বাদেই প্রথম দফার লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাগরপাড়া থানার চক্ররাম প্রসাদ এলাকায়।
উল্লেখযোগ্য কিছুদিন আগেই এই এলাকা থেকেই একটি কলাবাগানের তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যাগ ভর্তি তাজা সেল বোমা উদ্ধার করে সাগর পাড়া থানার পুলিশ ।তারপরেই ফের আবারো বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে কি কারণে এই বোমা গুলি মজুদ করা ছিল তার তবে কি কারণে এই বোমা গুলি মজুদ করা ছিল তার তবে কি কারণে এই বোমা গুলি মজুদ করা ছিল ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সাগর পাড়া থানার পুলিশ ।

## বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার নওশাদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

**আপনজন:** কেন্দ্রের ফ্যাসিবাদী বিজেপি ও রাজ্যের স্বেরাচারী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের পরাজয় করে আই এস এফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদারকে লোকসভায় পাঠানোর প্রার্থনা করলো ভাঙরের বিধায়ক তথা আই এস এফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি। মঙ্গলবার কুলতলির মেরীগঞ্জ ১ নং কয়ালের চকে জয়নগর লোকসভার আই এস এফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদারের সমর্থনে জনসভায় এসে ঝাঁঝালো কণ্ঠে এই কথাই বলেন নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি এদিন তীব্র দাবদহের মধ্যে আগত কয়েক হাজার মানুষকে কুনির্শ করে বলেন, আপনারা দশবছর তৃণমূলকে লোকসভায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার এলাকায় কোনো কাজ করে নি। এরা সি এ নিয়ে মুখে বড় বড় কথা বলেন অথচ লোকসভায় সি এ নিয়ে ভোটাভুটিতে বিরত থাকেন।তৃণমূল বিজেপি একে আরেকের সাথে আছে।আর আপনাদের বোকা বানাচ্ছেন।তাই এদের একটাও ভোট নয়।আপনাদের মনের কথা, কাজের কথা তুলে ধরতে মেঘনাদ হালদারকে একবার লোকসভায় পাঠান।
এদিনের জনসভায় ভিড় ছিল উল্লেখ করার মতো।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### ফিলিস্তিনে হত্যালীলার নিন্দায় প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উস্থি

**আপনজন:** মিষ্টি ঈদের আনন্দে জাহানবাসী যখন আনন্দমুখর, ফিলিস্তিন বাসিরা তখন ইজরায়েলি বর্বরদের আক্রমণের শিকার। ঈদের দিনে খুন হয় অজস্র তাজা প্রাণ। এর প্রতিবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার বসরআলিতে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় ঈদের বিকালে । এদিন বক্তারা ইসরাইলি দানবদের দানবতার প্রতিবাদে নিন্দা জানায় ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা জানায়। বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী নূরনবী জমাদার, মাওলানা আব্দুল কাদের ফাতেহি, সাংবাদিক আজিজুল হক, মোহাম্মদ মুজাহিদ। সভার আয়োজন করে বসরআলি সমাজ কল্যাণ পরিষদ।

## মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে জোর ব্রাত্যর

নকীব উদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

**আপনজন:** গ্যালারিতে বসে খেলা দেখব, মাঠে নেমে খেলব না ডায়মন্ড হারবারে বিরোধীদের এমনই অবস্থা বলে তৃণমূলের দাবি। যদিও বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে। তবে রাজ্য কেন ভারতবর্ষের মানুষ জানে ডায়মন্ড হারবারে কে জিতবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা রাজ্য শিক্ষক সম্মেলনে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার তৃণমূল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডায়মন্ড হারবারে সরিষা হাই স্কুল মাঠে। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষক ও শিক্ষিকারা যোগদান করেন। এদিনের রাজ্য সম্মেলন থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের যে মাথা হেঁট হয়েছিল তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো হয়েছে সম্প্রতি রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করেছে। পরবর্তীতে স্বচ্ছ ভাবে মেধার ভিত্তিতে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রের এক দেশ এক ভোট নিয়ে কটাক্ষ করেন ব্রাত্য।

## ৪২ টি আসনেই প্রার্থী দেবে এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** সারা দেশে ১৫১টি লোকসভা কেন্দ্র সহ রাজ্যের ৪২ টি আসনেই এবার প্রার্থী দিচ্ছে এস ইউ সি আই ( কমিউনিস্ট )। মঙ্গলবার বিকেলে দলের তরফ থেকে হাওড়ার শরৎ সদনের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই দলের প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জি এবং উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিখিল বেরা। সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষে সৌমিত্র সেনগুপ্ত এবং মিনতি সরকার প্রার্থী পরিচিতি করান। হাওড়া সদর কেন্দ্রের প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জি বলেন, গোটা দেশে বেকারত্ব এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি আজ এক জ্বলন্ত সমস্যা। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আন্দোলন চলবে। বন্ধ শিল্প-কারখানা, জুট শিল্প-সহ হাওড়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আমাদের আন্দোলন চলছে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিখিল বেরা বলেন, জরি শিল্প থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিক, বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। আমতা ও উদয়নারায়ণপুরে বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

## ভোট প্রচারে পরিবেশ রক্ষার বার্তা

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

**আপনজন:** ভোটের প্রচারে মানুষের জন্য রয়েছে প্রার্থীদের হাজারো 'প্রতিশ্রুতি'। জনগণকে 'রক্ষা' করতে 'শপথ'ও নিচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃতিকে বাঁচানোর কোনও বার্তা নেই হবু জনপ্রতিনিধিদের মুখে। শুধু তাই নয়, ভোট প্রচারে দেদার ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্লেক্স, ব্যানার। ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে না পারলে সমগ্র জীবকূলই হবে বিপন্ন। প্রশ্ন তুলছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। 'সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড' নামে একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হুগলি জেলার পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন রেখেছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রচারে পরিবেশের কথা চিন্তা করে প্লাস্টিক ব্যবহার যেন না করেন। ওই সংগঠনের সেখ মাবুদ আলীর কথায়, মাসাধিককাল ধরে ভোটের প্রচারে প্রকৃতিকে বাঁচানোর শপথ বা প্রতিশ্রুতি কারও মুখ থেকেই শুনলাম না। কিন্তু আমরা সবাই জানি প্রকৃতি বাঁচলে তবেই মানুষ বাঁচতে পারবে।" আবু আজাদের অভিযোগ, প্রকৃতিকে রক্ষা করার বার্তা তো দূরস্থান, ভোটের প্রচারে যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার হয়ে চলেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

## সিভিকের বাড়ির ধারে বোমা উদ্ধার

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

**আপনজন:** বোম আর মুর্শিদাবাদ, এই দুটি শব্দ যেন একে অপরের সমর্থক হচ্ছে নবাবের জেলায়। এবার সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাড়ির পাঁচিলের ধার থেকে উদ্ধার হল বালতি ভর্তি তাজা বোমা। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার পাঁপরদহ গ্রামের এই ঘটনায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, নির্বাচন আসলেই উত্তপ্ত হয় বড়ঞার পাঁপরদহ গ্রাম। গত এক বছর আগেও ঘটেছিল খুনের ঘটনা সেই ঘটনায় নাম জড়িয়ে ছিল গ্রামেরই সিভিক ভলেন্টিয়ার ইব্রাহিম শেখ ওরফে চাঁদ শেখের যদিও তারপর থেকে দীর্ঘদিন পলাতক ছিল এই সিভিক ভলেন্টিয়ার, পরে পুলিশের জলে ধরা পড়ে, সে জামিন নিয়ে ফের বাড়িতে প্রবেশ করে আর এবার আবারো সেই ইব্রাহিম সেখ ওরফে চাঁদ শেখের বাড়ির পাঁচিল এর ধার থেকেই পাওয়া গেল এক বালতি তাজা সুতলি বোমা যদিও এই বোমা সম্পর্কে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের পরিবার ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন গ্রামে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যেও একটি পক্ষ তাদের ফাটানোর চেষ্টা করছে, গ্রামে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা।

## ভাগীরথীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

**আপনজন:** ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি, চলছে খোঁজ।ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি। যদিও এখনও পর্যন্ত তার দেহের খোঁজ মেলেনি। জলে নেবে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। শান্তিপুর থানার গভরচর নদী তীরবর্তী এলাকায়। জানা যায় জলে তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তির নাম চন্ডী বিশ্বাস, বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। বাড়ি নদীর তীরবর্তী এলাকাতেই। মঙ্গলবার স্নান করতে নেমেছিলেন নদীতে, এরপর বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলেও সে আর নদী থেকে উঠে আসেনি, তখনই সন্দেহ হয় স্নান করতে আসা অন্যান্য মানুষের। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি কিন্তু প্রাথমিকভাবে খোঁজা শুরু করলেও তার দেহের সন্ধান মেলেনি। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে যায়, শান্তিপুর থানার পুলিশ, পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে। এরপর ব্যক্তির দেহর খোঁজে জলে তল্লাশি শুরু হয়। স্থানীয়দের দাবি, ওই ব্যক্তি শারীরিক ভাবে একটু অসুস্থ ছিলেন, সেই কারণে হয়তো জলের স্রোতে তলিয়ে গেছে।

## মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার পথ দেখাতে সেমিনার মকরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

**আপনজন:** 'সকল মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমান' স্লোগানকে পাথেয় করে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের মকরমপুরে শিশু বিকাশ কলেজ অফ এডুকেশনের সভাঘরে মানবাধিকার সংস্থার এক মনোজ্ঞ মানবাধিকার সভা অনুষ্ঠিত হল। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনায় সভায়। এই সেমিনারে ভারত বাংলাদেশ উভয় দেশের বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন এই সংগঠনের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটির মুখ্য উপদেষ্টা এটিএম মমতাজুল করিম। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকারের দাবিতে যে সংগ্রাম চলেছিল তার সাফল্যের পিছনে তৎকালীন ভারত সরকারের বিশেষ সহযোগিতা ছিল। তাই মানবাধিকার আদায় ও মানিবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে এই সংগঠন এগিয়ে আসবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই আলোচনা সভার অন্যতম অতিথি শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন সরকারি আইনজীবী মুন্সী আবুল কাশেম দেশভাগের স্মৃতিচারণায় তার বড় ভাই দেশভাগের সময় ওপার বাংলায় চলে গেলে তার পিতার বেদনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানবিক মূল্যবোধের কারণে উভয় বাঙলার মানুষের আত্মার টান রয়েছে। তাই মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে সবাইকেই এক হওয়ার আহ্বান জানান। এই সেমিনারের সভাপতি ডা. আবদুর রশিদ মোল্লা বলেন, মানবাধিকার কি তা সবাইকে জানা দরকার। নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারলে তবেই সাংবিধানিক অধিকারের কথা জানা যাবে। আয়োজিত সংগঠনের সম্পাদক আইনজীবী আদম সফি খান মানবাধিকার কি, কীভাবে মানবাধিকার আদায় করতে হয় তার সুলুক সন্ধান জানান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমদাদ হোসেন মানবাধিকার নিয়ে পড়ুয়াদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভাটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত ড. অপূর্ব কুমার বিশ্বাস। সেমিনারে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ রজব আলি মোল্লা, আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক, বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা মুজিবর রহমান, সমাজসেবী নুরুল হক মোল্লা, শিক্ষক তপনকুমার পাত্র, তারাপদ মণ্ডল, মঞ্জু লস্কর, সাগির হোসেন, ওপার বাংলার সঙ্গীত শিল্পী শামান্তা শাহিন প্রমুখ।

## প্রথম নজর

# আল-শিফা হাসপাতালের নিচে মিললো গণকবর

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অনবরত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের সেনাদের অভিযান থেকে রেহাই পায়নি গাজার আল-শিফা হাসপাতালও। এবার এ হাসপাতালের নিচে গণকবরের সন্ধান মিলেছে।

মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতালের নিচে সন্ধান পাওয়া গণকবরে ৯ জনের মরদেহ মিলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হাসপাতালে অভিযান চালানোর সময় তাদের হত্যা করা হয়েছিল। ওই সময়ে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আল-জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ জানান, হাসপাতালে সন্ধান মেলা গণকবর থেকে মরদেহ সরানোর প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে। মূলত কমপ্লেক্স এলাকায় ইসরায়েলি ড্রোনের হামলার আশঙ্কায় এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলে আসা গণহত্যা, নিপীড়ণ, ভূমি দখল ইত্যাদি অপরাধের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় হামলা চালিয়েই যাচ্ছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ। তাদের হামলায় এ পর্যন্ত ৩৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের মতে, গাজার ওপর ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ভূখণ্ডের অধিকাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েল গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত। জানুয়ারিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

# কুয়েতের নতুন প্রধানমন্ত্রী আহমদ আবদুল্লাহ আল-সাবাহ

**আপনজন ডেস্ক:** কুয়েতের মহামান্য আমির শেখ মিশাল আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ সোমবার শেখ আহমেদ আবদুল্লাহ আল-আহমাদ আল-সাবাহকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরের পর এ নিয়ে চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী পেল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।

কুয়েতের আমির, এক আমিরি আদেশে শেখ আহমদকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য নাম জমা দিতে বলেছেন। একইসঙ্গে সরকার গঠন করতে বলেছেন।

মহামান্য আমির প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমেদ আবদুল্লাহ আল-আহমাদ আল-সাবাহকে নতুন মন্ত্রিসভার বিষয়ে জাতীয় সংসদকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত সরকারি গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর আদেশটি কার্যকর হবে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ সাবাহ আল-সালেম আল-সাবাহ সরকার গঠনের জন্য মনোনীত হওয়ার কয়েক মাস পরেই চলতি বছরের এপ্রিলে পদত্যাগ করেন। সে মাসেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তার পদত্যাগ ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

# ফিলিস্তিনকে সমর্থন করায় সেরা ছাত্রীর বক্তৃতা বাতিল করল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়

**আপনজন ডেস্ক:** ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (ইএসসি) নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীর (ভেলেডিক্টোরিয়ান) সমাবর্তন বক্তৃতা বাতিল করেছে।

গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্টের কার্যালয় থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিক্ষাজীবনে ভালো ফল ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে ভেলেডিক্টোরিয়ান স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তিনিই বক্তৃতা দেন।

এ বছর আসনা তাবাসসুম ইউএসসির ভেলেডিক্টোরিয়ান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশল বিভাগের এই শিক্ষার্থীর সিজিপিএ ৪.০-এর মধ্যে ৩.৯৮।

আসনা তাবাসসুমের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের 'বায়ো'তে ফিলিস্তিনপন্থী একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া। মূলত এ 'অভিযোগেই' ইসরায়েলপন্থি শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের একাংশ তাকে ভেলেডিক্টোরিয়ান নির্বাচিত করার পর থেকেই বিরোধিতা করে আসছিল। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাবাসসুম বক্তৃতা দিলে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমন কারণ দেখিয়ে তার অংশটি বাতিল করেছে । বিশ্ববিদ্যালয় বিবৃতি প্রকাশের পর আসনা তাবাসসুমও নিজের মতামত জানিয়েছেন।

কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস-লস অ্যাঞ্জেলেসের (সিএআইআর-এলএ) মাধ্যমে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে তাবাসসুম বলেন, 'ইউএসসির ২০২৪ সালের ভেলেডিক্টোরিয়ান নির্বাচিত হয়ে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। এটা আমার পরিবার, বন্ধু, শিক্ষক ও সহপাঠীদের জন্য উদযাপনের সময় হওয়ার কথা ছিল। অথচ মানবাধিকারের প্রশ্নে আমার আপসহীন অবস্থানের কারণে মুসলিমবিরোধী, ফিলিস্তিনবিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত তাকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে জানিয়ে তাবাসসুম বলেছেন, যারা আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে, তারা আমাকে অবাক করেনি। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার চার বছরের ঘর কীভাবে আমাকে অস্বীকার করল? আসনা তাবাসসুম বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা তার ওপর কোনো হুমকির প্রমাণ কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেনি। বরং ঘৃণা ছড়ানোকে সমর্থন দিয়েই তারা ক্যাম্পাসে ভয়ের উদ্রেক করেছে।

ভারতীয়-মার্কিন এই তরুণ বায়োমেডিক্যাল প্রকৌশলে পড়লেও মাইনর করেছেন 'গণহত্যা প্রতিরোধ' বিষয়ে।

ফিলিস্তিনিসহ পৃথিবীর সব মানুষের ন্যায়বিচারের পক্ষে নিজের সুস্পষ্ট অবস্থানের কথা জানিয়ে তাবাসসুমের বক্তব্য, ভেলেডিক্টোরিয়ান হিসেবে সহপাঠীদের অনুরোধ করব, প্রচলিত ধারণার বাইরে বের হও। এমন একটা পৃথিবীর জন্য কাজ করো, যেখানে মানুষের সমতা আর মর্যাদা রক্ষার চেয়ে ঘৃণা ছড়ানোটা বড় হয়ে উঠবে না। আদর্শগত বিভেদ থাকলেও আমি সেটা আলোচনা ও (পরস্পরকে) জানার মাধ্যমেই সমাধান করতে চাই, গোঁড়ামি ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নয়।

এদিকে এনবিসির খবরে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বস্থানীয় একটি মুসলিম সংগঠন।

উল্লেখ্য, তাবাসসুমের ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে একটি স্লাইডশোর লিঙ্ক শেয়ার করা আছে যাতে- 'ফিলিস্তিনে কী ঘটছে এবং কীভাবে ফিলিস্তিনের নিপীড়িতদের সাহায্য করা যায় সে সম্পর্কে জানতে' জনগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

# গাজা প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের ঈদ পার্টি বয়কট ব্রিটেনের মুসলিমদের

**আপনজন ডেস্ক:** গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি হামলার প্রতি অব্যাহত সমর্থন দেয়ায় ব্রিটিশ সরকারের ঈদ পার্টি মোটা দাগে বয়কট করেছে ব্রিটেনের মুসলিমরা। আর বয়কটের মুখে এবারই প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন না।

ঈদের পর মুসলিমদের জন্য প্রতি বছরই ডাউনিং স্ট্রিট ঈদ পার্টির আয়োজন করে থাকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মুসলিমদেরকে স্বাগত জানান। কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বলা হয়েছে, হাউজ অব কমন্সে ইরান প্রশ্নে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করতে তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। এ কারণে তিনি এই পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। তার বদলে ব্রিটিশ উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্ড্রু মিচেল মুসলিমদেরকে স্বাগত জানান।

সাধারণভাবে এ ধরনের পার্টিতে যত লোক উপস্থিত হয়, সোমবার তার প্রায় অর্ধেক উপস্থিত ছিলেন। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এতে উপস্থিত থাকার জন্য প্রকাশ্যে অনুরোধ করলেও তাতে সাড়া মেলেনি।

আবার যারা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকে ফিলিস্তিনি পতাকার ছোট ব্যাজ পরেছিলেন। কেউ কেউ আবার ফিলিস্তিনি ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ কেফিয়েহ পরেছিলেন। রক্ষণশীল নেতা ব্যারোনেস ওয়ার্সিসহ গুরুত্বপূর্ণ কেউই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। উল্লেখ্য ওয়ার্সি হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় প্রথম নারী মুসলিম মন্ত্রী। তিনি গাজার লোকজনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকেন।

উপস্থিত ব্যক্তিরা জানান, অনুষ্ঠানে তারা কোনো এমপিকে দেখেননি। তবে এমপি প্রার্থীদের কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজে বার্ষিক ইফতার মাহফিলও বয়কট করেছিল মুসলিমরা। সেখানেও ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের প্রতিবাদ করেছিল মুসলিমরা।

# ইসরায়েলকে সহায়তা করায় জর্ডানে বিক্ষোভ

**আপনজন ডেস্ক:** সপ্তাহান্তে ইরান থেকে ইসরায়েলে তিন শতাধিক ড্রোন ও মিসাইল হামলা করা হয়। তবে এগুলো যেন ইসরায়েল পর্যন্ত না পৌঁছে সেই চেষ্টা করেছে জর্ডান। আত্মরক্ষার জন্য এটি করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে জর্ডান সরকার।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এগুলো আমাদের জনগণ ও জনবহুল এলাকার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল।

তবে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা জর্ডানের নাগরিকেরা তাদের সরকারের এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছেন। হুসেইন নামে দেশটির একজন রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট বলেন, জর্ডান যেভাবে ইসরায়েলকে রক্ষা করেছে তাতে আমি খুবই বিরক্ত। বিপদের আশঙ্কা থাকায় তিনি তার পুরো নাম উল্লেখ করতে চাননি।

তিনি বলেন, এখানকার অনেকেই এটা মেনে নিচ্ছে না। আমরা ইরানকে সমর্থন করি না এবং গাজায় এখন যা ঘটছে তার পেছনে ইরানের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করি। কিন্তু গাজায় ইসরায়েলের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে এমন যে কোনও পদক্ষেপের সঙ্গে আমরা আছি। মারিয়াম নামে আম্মানের এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বলেন, জর্ডানে ইরানের জনপ্রিয়তা নেই। তবে আমি ইরানের নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র জর্ডানের বাধা দেওয়া ও অনিচ্ছাকৃতভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া প্রত্যাখ্যান করি।

জর্ডানের রানিসহ প্রতি পাঁচজনের একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত।

আম্মানের সামরিক বিশ্লেষক মাহমুদ রিদাসাদ বলেন, সপ্তাহান্তে যে ঘটনা ঘটেছে তাকে কখনো ইসরায়েলকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে তেমনটা বলা যাবে না, বরং জর্ডানের সার্বভৌমত্ব এবং আকাশসীমা রক্ষার জন্য করা হয়েছে। কারণ, ড্রোন বা মিসাইল কোথায় পড়বে তা জানা যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে জর্ডান সহায়তা করেছে বলে ইসরায়েলের গণমাধ্যমে খুশির খবর প্রকাশ সম্পর্কে রিদাসাদ বলেন, এটা ইসরায়েলের প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছু নয়।

ব্রাসেলসভিত্তিক থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশ্লেষক তাহানি মুস্তফা জানান, সপ্তাহান্তের ঘটনা নিয়ে জর্ডানের নাগরিকেরা বিভক্ত। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে জর্ডানের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক নিয়ে মানুষ বিস্তারিত জানে না, কারণ এসব বিষয় নিয়ে এখানে বেশি লেখা হয় না, বলে জানান তিনি। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডানের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সই হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে জর্ডানের সংসদের অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে সমালোচনা রয়েছে। এই চুক্তির আওতায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্য, পরিবহন ও বিমান বাধা ছাড়াই জর্ডানে ঢুকতে ও ঘুরে বেড়াতে পারবে। গাজা নিয়ে আম্মানে বিক্ষোভ শুরুর পর অনেকে জর্ডান থেকে মার্কিনিদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেন বলে জানিয়েছেন মুস্তফা।

# ডেনমার্কে ৪০০ বছরের ঐতিহাসিক ভবনে আগুন

**আপনজন ডেস্ক:** ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে অবস্থিত ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বোরসেন ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) স্থানীয় সময় সকাল ৭ টা ৪০ মিনিটের দিকে ভবনটিতে দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এখনও আগুন থেমে থেমে জ্বলছে। তবে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। চারপাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য আশেপাশের সব রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরপরই এখানে অবস্থান করা বাসিন্দাদের এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। এজন্য এখন পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডে কারও মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো চিত্র পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, এটা ছিল ডেনমার্কের ঐতিহাসিক পেইন্টিং সংরক্ষিত প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন একটি ভবন। এটি সংস্কারের কাজ চলছিল।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# ইসরায়েলকে সহযোগিতার কথা অস্বীকার করছে সৌদি

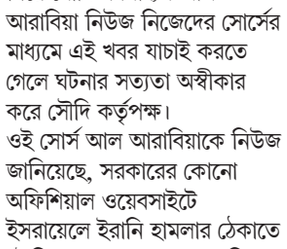

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলার দু'দিন আগেই সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোকে জানিয়েছিলেন ইরানের কর্মকর্তারা। যাতে হামলার সময় এসব দেশ তাদের আকাশসীমা রক্ষা করতে পারে।

তবে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সে তথ্য যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলের সংবাদপত্র হারেৎজ।

এদিকে, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলকে নাকি সৌদি আরব সহযোগিতা করেছে বলেও একটি ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। তবে এমন দাবি নাকচ করেছে সৌদি আরব।

যদিও সৌদি আরবের সরকারি ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে সহযোগিতার কথা জানিয়েছিল ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম। বিষয়টি নিয়ে সৌদি গণমাধ্যম আল আরাবিয়া নিউজ নিজেদের সোর্সের মাধ্যমে এই খবর যাচাই করতে গেলে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

ওই সোর্স আল আরাবিয়াকে নিউজ জানিয়েছে, সরকারের কোনো অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ইসরায়েলে ইরানি হামলার ঠেকাতে সৌদি আরবের অংশগ্রহণের বিষয়ে কিছুই ছাপানো হয়নি।

# সিডনিতে আবারো ছুরি হামলা

**আপনজন ডেস্ক:** অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনিতে আবারো ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় সোমবার রাতে সিডনির ওয়াকেলি শহরতলির একটি গির্জায় এই হামলা ঘটে। এতে গির্জাটির বিশপসহ চারজন আহত হন। এর আগে, শনিবার অস্ট্রেলিয়ার একই শহরের একটি শপিং মলে আরেকটি ছুরি হামলা ঘটে। সেদিন একজন হামলাকারী অন্তত ৯ জনকে ছুরিকাঘাত করেন। এ ঘটনায় পাঁচজন নিহত হন।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০২ মি.

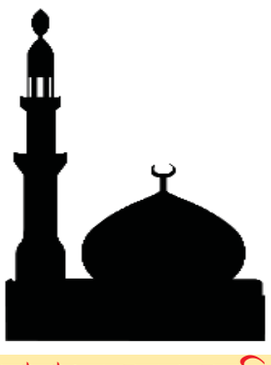

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.৫১ | ৫.১৪ |
| যোহর | ১১.৪১ | |
| আসর | ৪.০৭ | |
| মাগরিব | ৬.০২ | |
| এশা | ৭.১৪ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫৭ | |

# হিজবুল্লাহর হামলায় ৪ ইসরায়েলি সেনা আহত

**আপনজন ডেস্ক:** লেবাননের ইরানপন্থী সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর হামলায় ইসরায়েলের চার সেনা আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে লেবানন সীমান্তে রাতে বিস্ফোরণ ঘটলে এই চার সেনা আহত হন।

হিজবুল্লাহ বলেছে, ইসরায়েলি সেনারা লেবাননের ভূখণ্ডে প্রবেশের পর তাদের যোদ্ধারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটান।

# মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিল জাতিসংঘ

**আপনজন ডেস্ক:** দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সেনা অভিযানের নামে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছে ইহুদিবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল। হামাসের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে পশ্চিমা মদদপুষ্ট দেশটির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে সিরিয়া ও লেবাননের ইরানপন্থী গোষ্ঠীগুলোও। ফলস্বরূপ গাজায় প্রতিনিয়ত হামলা ও অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি বিগত কয়েক মাসে সিরিয়া এবং লেবাননেও বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েকটি হামলা চালায় দখলদার সেনারা। সবশেষ সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বিমান হামলা চালায় তারা। এতে প্রাণ হারান ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের (আইআরজিসি) দু'জন শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারসহ সাতজন ইরানি কর্মকর্তা। এ ঘটনার জেরে এবার ফুঁসে ওঠে ইরান। গত শনিবার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সরাসরি ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলা চালায় দেশটি। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জর্ডানের সহযোগিতায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে ইসরায়েল। এক্ষেত্রে দেশটির উন্নত প্রযুক্তির কয়েক স্তরের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও বড় ভূমিকা রেখেছে। ইরানের নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে আকাশে। নয়টি ক্ষেপণাস্ত্র ও কয়েকটি ড্রোন ইসরায়েলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।

# পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতে নিহত ৩৯

**আপনজন ডেস্ক:** পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ৩৯ জন নিহত হয়েছে।

সোমবার এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামীতে আরো বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে। প্রদেশটিতে শুক্রবার এবং রোববারের মধ্যে বজ্রপাতে ২১ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে অন্তত আটজন নিহত হয়েছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সোমবার ও মঙ্গলবার প্রদেশের স্কুলগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালুচ উপকূলীয় শহর পাসনির বিস্তীর্ণ এলাকা বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে। শহরের মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান নুর আহমেদ কলমতি পাকিস্তানের সংবাদপত্র ডনকে বলেছেন, পাসনিকে এই মুহূর্তে একটি বড় হ্রদের মতো দেখাচ্ছে কারণ আকস্মিক বন্যা মানুষের বসতি এবং প্রধান বাণিজ্যিক এলাকায় প্রবেশ করেছে। এছাড়া দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ায় মুষলধারে বৃষ্টি এবং আকস্মিক বন্যার কারণে ভূমিধস হয়েছে। এতে বহু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গাছ উপড়ে গেছে বলে প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

# ইসরায়েলকে শান্ত রাখতে চাইছে ফ্রান্স-যুক্তরাজ্য

**আপনজন ডেস্ক:** সিরিয়ায় নিজেদের দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েলের ভূখণ্ডজুড়ে ইরানের নজিরবিহীন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। এ সময় ইসরায়েলের পাশে থাকার ঘোষণাও দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তবে দুই নেতাই তেহরানের এ হামলার জবাব দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন নেতানিয়াহু প্রশাসনকে। জানান, মধ্যপ্রাচ্যে আর কোনো নতুন সংঘাত দেখতে চায় না তাদের দেশ। গণমাধ্যমে ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানান, সংঘাত এড়িয়ে চলার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবে ফ্রান্স। এ সময় ইসরায়েলকে ইরানে পাল্টা হামলা না চালানোর জন্য পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও জনান মাক্রোঁ। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইরানের হামলার জবাব না দিয়ে গাজায় সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির ওপর নিবিষ্ট থাকা উচিত তেলআবিবের। ইসরায়েলিরা যদি প্রতিক্রিয়া দেখাতে চায় তাহলে তারা সঠিক ভাবছে, তবে এ ধরনের পদক্ষেপ কেবল সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলব। ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলা রাশিয়াও সংযত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছে, সংঘাত আরো বাড়লে তা 'কারো স্বার্থের' জন্য ভালো হবে না। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ইসরায়েলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১০৪ সংখ্যা, ৪ বৈশাখ ১৪৩১, ৭ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

## পৃথিবী

এ কদিকে পরমাণু যুদ্ধের চোখ রাঙানি, অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন। পৃথিবী কি মানুষের জন্য বসবাসোপযুক্ত থাকিবে? পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলে কোথায় যাইবে মানুষ? এই ধরনের অতি সাবধানি ও হতাশাবাদী ধারণা হইতে অনেকে চোখ রাখিয়াছেন চাঁদের দিকে। অনেকে মনে করেন মানুষ ক্রমশ মঙ্গলে গিয়া বসতি স্থাপন করিবে। তবে সম্প্রতি প্যারিসে জলবায়ুসংক্রান্ত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক হাত লইয়াছেন এই ধরনের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ইউটোপীয় ভাবনার ধনকুবেরদের। উল্লেখ থাকে যে, ইলন মাস্কের 'স্পেসএক্স' তাহাদের স্টারশিপ মেগা-রকেট তৃতীয় বারের জন্য পরীক্ষামূলক উেক্ষপণ করিতে যাইতেছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য হইল–মঙ্গল গ্রহ মানুষের বসবাসের উপযোগী কি না, তাহা যাচাই করিয়া দেখা। ২০৫০ সালের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে কয়েক লক্ষ মানুষ পাঠাইবার ব্যাপারে উচ্চাশামূলক অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন ইলন মাস্ক। অন্যদিকে, জেফ বেজোসের 'ব্লু ওরিজিন' আগামী আগস্টেই তাহাদের 'নিউ গ্লেন' মেগা রকেট পরীক্ষা করিতে চলিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ওবামা বলিয়াছেন যে, মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার স্বপ্ন না দেখিয়া পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। পরমাণু যুদ্ধ ঘটিয়া গেলেও পৃথিবী লাল গ্রহ হইতে অনেক অধিক বাসযোগ্য থাকিবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার কথা ভাবিতেছেন আমি তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভাবি, তাহারা কীসকল বলিতেছেন? ওবামা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন যদি একান্ত আটকানো না যায়, তাহা হইলেও পৃথিবীতে অক্সিজেন থাকিবে। বাস্তবতা বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ধীশক্তিমান বারাক ওবামা যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান প্রায় কোনোটাই নাই। সেইখানে নাই পৃথিবীর মতো উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল। নাই অক্সিজেন। মহাজাগতিক রশ্মি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই গ্রহে নাই চুম্বকীয় ক্ষেত্র। আর জল এবং তাপমাত্রার তফাত সুবিশাল। পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের পর সবচাইতে খারাপ অবস্থাও মঙ্গল গ্রহের চাইতে শতগুণ ভালো। মঙ্গলে আবাসের উপযুক্ত জায়গা তৈরি করার চাইতে সম্ভবত প্রশান্ত মহাসাগরের অতি গভীরে গিয়াও বসতি স্থাপন করা অধিক সহজ ও কম ব্যয়বহুল। সত্যিকার অর্থে আমরা এত অপূর্ব একটি গ্রহে বসবাস করিতেছি, যাহার তুলনা চলে না। মহান সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব সৃষ্টি-সুষমায় এই ধরণিকে অলংকারিত করিয়াছেন! এইখানে প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের অপূর্ব লীলাখেলা দেখিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে শুধু এইটুকু বুঝিতে পারি–পৃথিবীর তুল্য আর কিছু নাই। সেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'তালগাছ' কবিতায় বলিয়াছেন–(তালগাছ) 'মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,/ উড়ে যেতে মানা নেই/ বাসাখানি ফেলে তার।' তাহার পর কী হইল? তালগাছ 'মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে/ তারাদের এড়িয়ে/ যেন কোথা যাবে ও।'

এই তালগাছের মতো কিছু ধনকুবের অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে লইয়া ভাবিতেছেন–পৃথিবীতে নহে, ঊর্ধ্বগগনে গড়িয়া তুলিবেন সাম্রাজ্য, নূতন উপনিবেশ। ইহা সত্য যে, আমরা এখন উষ্ণতম দিনের রেকর্ড প্রতিনিয়তই ভাঙিতেছি। বলা হয় ১ লাখ ২০ হাজার বত্সরের পুরাতন তাপমাত্রার রেকর্ড দিনের পর দিন ভাঙিয়া দিতেছি আমরা; কিন্তু ইহা মুদ্রার একটি পিঠ। অপর পিঠ বলিতেছে, পৃথিবীর অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন, তাহার পরও পৃথিবীর তুলনা আমাদের জ্ঞান মহাবিশ্বের আর কোথাও নাই। সুতরাং বারাক ওবামার মতো আমরাও মনে করি, এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার জন্যই আমাদের বিনিয়োগ করা উচিত। জ্ঞান আহরণ এবং নূতন আবিষ্কারের জন্য মহাকাশ লইয়া গবেষণা চলিতে পারে বটে, তবে মনুষ্যবসতি তৈরির মতো অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প বিপুল-বিশাল অপচয় মাত্র। 'তালগাছ' কবিতায় তালগাছ যেমন ফ্যান্টাসির মতো চন্দ্রতারা মহাবিশ্ব ঘুরিয়া আসিবার পর অবশেষে পৃথিবীর দিকেই মন ফিরায়, আমাদের ধনকুবেরদেরও তালগাছের মতো তাহাদের মনটিকে পৃথিবীর দিকেই ফিরাইতে হইবে।

# ভারতের কি এখনো পাকিস্তানকে নিয়ে ভাবার সময় আছে

ভারত ও পাকিস্তান দরজার ওপারের এমন দুই প্রতিবেশী, যাদের মধ্যে কথা বলা একরকম বন্ধই আছে। ভারতের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সরকারকে যতগুলো ইস্যু মোকাবিলা করতে হবে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারত তার প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে বিদ্যমান অস্থির সম্পর্কের বিষয়টিকে কীভাবে দেখবে। এই লেখায় সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **শশী থারুর**।

১৯ এপ্রিল থেকে আগামী ১ জুন ভারতে লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে সরকারকে যতগুলো ইস্যু মোকাবিলা করতে হবে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারত তার প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে বিদ্যমান অস্থির সম্পর্কের বিষয়টিকে কীভাবে দেখবে। জবাবটা সম্ভবত খুবই সোজা: এই সম্পর্কে খুব একটা হেরফের হবে না।

অল্প কিছুদিন আগেও অনেকে আশা করছিলেন, ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠেয় উভয় দেশের জাতীয় নির্বাচন কূটনৈতিক সম্পর্কের একটি নতুন সূচনার সুযোগ তৈরি করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানে জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নির্বাচনের বাইরে রেখে গত ফেব্রুয়ারিতে যে বিতর্কিত নির্বাচন হয়ে গেল এবং দেশটির নতুন সরকারের বৈধতা যখন তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল, তখন দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নের আশা চুপসে গেছে।

পাকিস্তানে সামরিক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে যে দুর্বল জোট সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে তেমন কোনো সাহসী উদ্যোগ নিতে পারবে বলে মনে হয় না। ইমরান খানের সমর্থকেরা মনে করেন, অন্যায়ভাবে তাঁদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং সে কারণেই তাঁরা পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের যেকোনো উল্লেখযোগ্য নীতি পরিবর্তনকে চ্যালেঞ্জ করবেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারত সম্ভবত পাকিস্তানের প্রতি তার বিদ্যমান সচেতন 'সৌম্য উদাসীনতার' নীতিই বজায় রাখতে আগ্রহী হবে। বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ককে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পর্যায়ে (যেটি কি না রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের নিচে) স্থিতিশীল রেখেছে। তবে উভয় দেশ এখনো নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুতে নির্দিষ্ট কিছু ফোরামে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং সেখানে উভয়েই কথা বলে থাকে।

এই দুই দেশের বৈরী সম্পর্কের কারণে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজওনাল কো-অপারেশন (সার্ক) কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। মূলত এই দুই দেশের শীতল সম্পর্কের কারণে বহু বছর আঞ্চলিক সংস্থাটির কোনো সম্মেলন হয় না।

অধিকন্তু, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ন্যূনতম জায়গায় নেমে এসেছে। দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ও সীমিত হয়ে গেছে। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ভিসা পেতে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়। পাকিস্তানের লোকদেরও ভারতে যাওয়ার ভিসা পেতে একই অবস্থার মুখে পড়তে হয়। এই বৈরী অবস্থা এমনকি ক্রীড়া ইভেন্টেও পড়েছে। দুই দেশ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের বাইরে খুব কমই একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, ভারত ও পাকিস্তান দরজার ওপারের এমন দুই প্রতিবেশী, যাদের মধ্যে কথা বলা একরকম বন্ধই আছে এবং ভারতের দৃষ্টিতে এটিই ঠিক আছে। তবে যেহেতু দীর্ঘদিন থেকেই ভারতকে নিশানা করা সন্ত্রাসবাদীরা মূল ঘাঁটি হিসেবে পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে আসছে, সেহেতু ভারত চাইলেও সব সময় পাকিস্তানকে উপেক্ষা করতে পারে না।

পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলো সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে, তার মধ্যে ২০০৮ সালের নভেম্বরের হামলাটি সবচেয়ে কুখ্যাত। ওই সময় পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা মুম্বাইতে ঢুকে পড়ে চার দিন ধরে গুলি ও বোমা হামলা চালিয়েছিল। তাতে ১৭০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছিলেন।

ওই সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যে ভাঙন ধরেছিল, তার আর পুনরুদ্ধার করা যায়নি। তবে এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অনেক সুযোগ এসেছিল। যেমন ২০১৫ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের জন্মদিন উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে পূর্বঘোষণা ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাহোরে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখনও সম্পর্কের বরফ একটু গলতে শুরু করেছে, তখনই পাকিস্তানি সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী হামলা সেই গতিকে থামিয়ে দিয়েছে।

ভারতের দিক থেকে নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত হলো, যতক্ষণ না পাকিস্তান তার সীমানার ভেতর থেকে ইসলামপন্থী সন্ত্রাস দমন করতে অক্ষম থাকবে কিংবা সন্ত্রাস দমনে অনিচ্ছুক থাকবে ততক্ষণ দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সুসম্পর্ক অধরা থেকে যাবে।

২০১৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদে পাকিস্তান যখন দিল্লি থেকে তার হাইকমিশনারকে প্রত্যাহার করে নেয়, ভারত তখন এটি না করার জন্য পাকিস্তানকে কোনো রকম খোশামোদ করেনি, বরং ভারতও একইভাবে ইসলামাবাদ থেকে তার হাইকমিশনারকে সরিয়ে এনেছিল।

**পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বিশেষ করে বেলুচিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে (ইরানের কাছে) এবং খাইবার পাখতুনখাওয়ায় (আফগানিস্তানের কাছে) পাকিস্তান সরকারকে সার্বক্ষণিকভাবে বাড়তি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। ফলে প্রতিবেশীর ওপর কোনো ধরনের গুরুতর আক্রমণের ক্ষমতা এখন পাকিস্তানের খুবই কম।**

আর এখন তো পাকিস্তানকে ভারতের তোয়াজ করার কারণ আরও কমে গেছে।

পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। বিশেষ করে বেলুচিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে (ইরানের কাছে) এবং খাইবার পাখতুনখাওয়ায় (আফগানিস্তানের কাছে) পাকিস্তান সরকারকে সার্বক্ষণিকভাবে বাড়তি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। ফলে প্রতিবেশীর ওপর কোনো ধরনের গুরুতর আক্রমণের ক্ষমতা এখন পাকিস্তানের খুবই কম।

এর বদলে জেনারেল আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলোকে রাষ্ট্রের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। মুনিরের পূর্বসূরি জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া ২০১৮ সালে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গদিতে বসানোর 'কারসাজির নির্বাচনের' নকশা করেছিলেন। ওই সময় সামরিক বাহিনী ১৯৭০-এর দশক থেকে বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় থাকা পাকিস্তানের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এবং পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন)-এর একটি বিকল্প দল খুঁজছিল। (উভয় দলকেই বিভিন্ন সময় সামরিক নেতারা পর্দার আড়ালে থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।)

কিন্তু বিকল্প শক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে বাজওয়া ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলেন। ক্যারিশমাটিক সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান (যিনি একজন ইসলাম ধর্মের ব্যক্তিত্বকে বিয়ে করে নিজেকে একজন কট্টর ইসলামপন্থীতে রূপান্তরিত করেছেন) ক্ষমতায় বসে স্বমূর্তি ধারণ করেন এবং তিনি সেনাবাহিনীর বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনে খেলতে রাজি হচ্ছিলেন না। ইমরান খুব দ্রুতই একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী বার্তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন এবং সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বকে সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে ইমরান খান ক্রমবর্ধমানভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসরণকে উসকে দেওয়া শুরু করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের এপ্রিলের মধ্যে সামরিক বাহিনী সিদ্ধান্ত আসে যে যথেষ্ট হয়েছে এবং খানকে সরিয়ে দিতে হবে। এটি পাকিস্তানের বাইরের দেশগুলোর কাছেও খুব একটা অজনপ্রিয় পদক্ষেপ ছিল না। কারণ, ইমরান খান কার্যত পাকিস্তানের সব ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। ইমরান আফগানিস্তানে তালেবানের ক্ষমতায় ফেরাকে উদ্‌যাপন করেছিলেন; তাঁকে উৎখাত করার চক্রান্তের জন্য প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন এবং রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করার কয়েক ঘণ্টা পরে মস্কোতে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছেন।

এ ছাড়া চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্পকে নাকচ করে ইমরান চীনকেও বৈরী করে তুলেছেন এবং কিছু ইস্যুতে তুরস্ক এবং মালয়েশিয়ার সঙ্গে তিনি পাকিস্তানকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। এটিকে ইসলামি বিশ্বের সৌদি নেতৃত্বকে অবমূল্যায়ন হিসেবে দেখা হচ্ছিল।

ইমরান খানকে অপসারণ করাকে সামরিক বাহিনীর পুরোনো পাকিস্তানকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সেনাবাহিনী এমন একটি গণতান্ত্রিক চেহারার সরকার গড়তে চায় যে সরকার যুক্তরাষ্ট্র (যার ওপর সেনাবাহিনী সামরিক সহায়তার জন্য নির্ভর করে) এবং চীন (যারা বেশির ভাগ বেসামরিক সহায়তা দিয়ে থাকে) উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবে। একই সঙ্গে সেনাবাহিনী যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেদের ফায়দা হাসিলেরও চেষ্টা করতে চায়।

সামরিক বাহিনী একটি মধ্যপন্থী সৌদিকেন্দ্রিক ইসলামিক বিশ্বে পাকিস্তানের পুরোনো ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। একই সঙ্গে তারা চরম ইসলামপন্থী দখলদারির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একটি ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে চায়।

কিন্তু পাকিস্তান সর্বশেষ এ ধরনের গেম খেলার পর থেকে বিশ্ব অনেকখানি বদলে গেছে।

পাকিস্তানের দ্বৈত চরিত্রকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন আগের তুলনায় অনেক কম আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা এখন আর আফগানিস্তানে নেই।

সর্বোপরি, ক্রমবর্ধমানভাবে চীনের 'দালাল' হয়ে ওঠা পাকিস্তান এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চীনকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ততটা বিবেচিত হয় না। বরং চীনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্র এখন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতকে বেশি কার্যকর অংশীদার মনে করে।

অন্যদিকে সৌদি আরব একটি চমকপ্রদ আধুনিকীকরণ কর্মসূচি শুরু করেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশটি ইসলামি রক্ষণশীলতার ঘাঁটি হিসেবে তার আগের পরিচয়কে বদলে ফেলছে। সুতরাং, এ কথা বলা যায়, ভারত এখন পাকিস্তানের বাইরে তাকানোর সামর্থ্য রাখে। প্রতিবেশী পাকিস্তানের চেয়ে ভারত এখন ১০ গুণ বড় অর্থনীতির দেশ। পাশাপাশি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন অনেক বিস্তৃত ও বৈশ্বিক। ফলে পাকিস্তান নীতি থেকে তার সরে আসার বা এ বিষয়ে নীতি পুনর্বিবেচনা করার সম্ভাবনা খুব কম।

***শশী থারুর কংগ্রেসের সাংসদ যিনি ইতিপূর্বে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ভারতের পররাষ্ট্র ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।***

# ধর্মমুক্ত নয়, ধর্ম উৎসারিত মানবতাই আদর্শ/১

**পাভেল আখতার**

একটি বিতর্ক প্রায়ই ঘনিয়ে ওঠে। বলা হয়, নিজের নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবা ঠিক নয়। এটা ভাবার অর্থ অন্য ধর্মকে ছোট করা। কথাটির মধ্যে সারবস্তু কতটা আছে সেটা দেখার আগে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই 'ঠিক নয়' কথাটা কেবল ধর্মকে নিয়েই কেন ওঠে? কেউ যদি বলে যে, তার বাবা বা মা-ই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবা বা মা, তার মানে কি, সকলের বাবা বা মাকে ছোট করা হল? কেউ যদি বলে যে, অমুক কবি বা সাহিত্যিক তার কাছে শ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক, তার মানে কি, অন্যান্য কবি বা সাহিত্যিকদের ছোট করা হল? "মার্কসবাদই একমাত্র মানুষের মুক্তির পথ"--এই বিশ্বাস বহু মানুষের আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস অনুসারে তারা কি মার্কসবাদকেই শ্রেষ্ঠ মতবাদ বলছেন না? এবং, এটা বলার মাধ্যমে তারা কি তাহলে অন্য সমস্ত মতবাদকে ছোট করছেন না? এই তালিকা আর বড় করে লাভ নেই। বস্তুত, এই সবগুলির ক্ষেত্রে নিশ্চয় বলা হবে : না, ছোট করছেন না। যদি তাই হয় তাহলে ধার্মিকরাই বা কী দোষ করল তাদের নিজের নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করায়? খুবই আজব ব্যাপার!

একথা ঠিক যে, শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সর্বগ্রাসী অহং-এর জন্ম দেয় ; বিদ্বেষ-এরও। এবং, উদারতার বিনাশ করে। কিন্তু, সেটা ধর্মীয় দর্শনে প্রত্যয় থেকে উৎসারিত নয় ; বরং জাতিগত অনুভূতি থেকে উৎসারিত। ধর্ম ও জাতি এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলার বিভ্রান্তি থেকেই উপরিউক্ত ভুল কথাটি বলা হয়। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির ক্ষেত্রে অহং ও বিদ্বেষ বিস্তারের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ফ্যাসিস্ট হিটলারের জার্মানি। তবে, এর একটা অন্য দিকও উল্লেখযোগ্য। 'শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি' যে কেবল নেতিবাচকতারই জন্ম দেয় তা কিন্তু নয়। যেমন উল্লেখ করা যাক, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। অর্থাৎ, সারা পৃথিবীর মানুষ আমার আত্মীয়। একথা ভারতবর্ষ শুনিয়েছে। এখন আমি যদি মনে করি যে, ভারতবর্ষ আমার কাছে 'শ্রেষ্ঠতম দেশ' তাহলে ভুল হবে না, যদি আমার মননে ও চেতনায় সবাইকে উদার চিত্তে গ্রহণ ( রবীন্দ্রনাথ কথিত 'এক দেহে লীন' হওয়া স্মরণীয় )

করার বহমান ভারতীয় জীবনবোধও সজীব থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'আন্তর্জাতিকতা' কি স্বদেশের প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ থেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন ছিল? দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'সকল দেশের সেরা' বলছেন তখন অন্যান্য দেশের প্রতি তিনি যে বিদ্বিষ্ট হচ্ছেন সেকথা বলা যায় না। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অতএব, আসল ব্যাপার হ'ল ভাবনার প্রক্রিয়া। সেখানে গলদ থাকলে তার অভিঘাতও ভাল হওয়ার কথা নয়। প্রক্রিয়াটা সঠিক হওয়া চাই। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। আমি যখন কাউকে বলি যে, তিনি 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক' তখন সবচেয়ে প্রিয়ত্বের অনুভূতি থেকেই বলি এবং দিনের শেষে সেটা ব্যক্তিগত চয়ন। তার মানে এই নয় যে, অপর কারও ব্যক্তিগত পৃথক চয়ন থাকতে থাকতে পারে না। 'সবচেয়ে প্রিয়' আর 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ' বলার মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম। 'সবচেয়ে প্রিয়' এই শব্দবন্ধের অভিঘাতও নেতিবাচক হতে পারে। কারণ, তার মধ্যেও 'শ্রেষ্ঠত্বের অনুরণন' যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। অতএব, সমস্যার ভূত লুকিয়ে আছে মূলত আমাদের ভাবনার প্রক্রিয়ায়। তার শুদ্ধিকরণ বা সঠিক নির্মাণ প্রয়োজন।

একটি হ'ল ধর্মবোধ, অপরটি ধর্মীয় অনুশীলন। 'অনুশীলন' বলতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন। 'আচারসর্বস্ব ধর্ম' কথাটা ব্যবহৃত হয় ঠিকই, কিন্তু কোনও ধর্মই 'আচারসর্বস্ব' নয়। কারণ, মানুষকে 'আচারসর্বস্ব' করে তোলা ধর্মের মূল অভিমুখ নয়, তাতে ধর্মের কোনও উপযোগিতাই প্রমাণিত হয় না। ধর্ম কেবল সেটায় মানুষকে অভ্যস্ত হতে বলবে এটা পরোক্ষে যেন তার অসারতাকে নিজে নিজেই চিহ্নিত করা। এটা হওয়া যুক্তিবিরোধী। তাহলে মানুষ কথাটা কেন ব্যবহার করে? ধর্মবোধমুক্ত মানুষদের কেবল ধর্মীয় আচারকেই আঁকড়ে চলার ধরন দেখে। ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান হচ্ছে ধর্মের বাইরের একটা প্রাণহীন কাঠামো। তাতে প্রাণ সঞ্চার করে ধর্মবোধ। কিন্তু, সেই বোধ যখন শূন্য থাকে তখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করার পরেও মানুষের মধ্যে সেই স্বচ্ছ, সুন্দর, দীপ্তিময়, পরিশীলিত, পরিশ্রুত জীবনপ্রণালী দৃশ্যমান হয় না। আর, তখনই এই 'আচারসর্বস্বতা'র নির্মাণ সার্থক হয়ে ওঠে। ফলে, সর্বাগ্রে ধর্মবোধ খুব জরুরি। তারপর বাকি সব। তাহলেই সব ঠিকঠাক থাকে।

'মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনও মন্দির-কাবা নাই'--লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি 'হৃদয়'-এর জয়গান গেয়েছেন, যা যথার্থ। কিন্তু, বিস্তৃত আলোচনার পরিসরে দেখা যাবে যে, কথিত 'মন্দির-কাবা' ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই হ'ল, হৃদয়কে আলোকিত করা--যে আলোর অপর নাম পূর্ণ জাগরিত মনুষ্যত্ব। ধর্মের পীঠস্থান হিসেবে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এসব জায়গায় মানুষ তার আত্মশুদ্ধির জন্য যায়। গৃহের অভ্যন্তরে হোক আর ওইসব জায়গাতেই হোক, ধর্মের অনুশীলন ভাল বা সুন্দর মানুষ হওয়ার জন্যই।

নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য থেকে উৎসারিত ধর্মের আলোকপ্রাপ্তিতে। জগাই-মাধাই শ্রীচৈতন্যের পরম প্রেমময় ধর্ম উৎসারিত আলোকধারায় স্নাত হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠেন।

হযরত মহম্মদ (স.)-এর আগমনের পূর্বে যে আরব ছিল সবরকম অনাচার ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাঁর সুমহান শিক্ষায় সেই আরবই বিকশিত মানবতার ছোঁয়ায় অখণ্ড শান্তির আবাসস্থলে পরিণত হয়--সেখানেও ওই ধর্মেরই প্রবাহ।

তবে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধর্মচর্চা করার পরেও যদি কারোর হৃদয় পরিশুদ্ধ ও মানবতাবোধে আলোকিত না হয় তাহলে তার জন্য ধর্ম দায়ী নয়, সেই ব্যক্তির ধর্মচর্চায় যে বিরাট ফাঁকি রয়েছে সেই ফাঁকি দায়ী।

***আগামীকাল সমাপ্ত***

## প্রথম নজর

# বাবা ইট ভাটার শ্রমিক, মা পরিচারিকা, ছেলে সাফিন হাসান আইপিএস

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** বাবা ইটভাটার শ্রমিক, মা পরিচারিকারকাজ করেন। মা অবসর সময়ে বিয়ে বাড়িতে রুটি তৈরি করতেন, সন্ধ্যাবেলায় বাবা-মা মিলে রাস্তায় ডিম সেদ্ধ বিক্রি করতেন । আমরা আজ যার কথা শুনাবো গুজরাটের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাফিন হাসান । যে প্রথম জীবনে পিজ্জা বার্গার কি জিনিস তার নাম শোনেননি । সাফিন হাসান জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা আগে বড় দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার পর আবার হসপিটালে ভর্তি হয়ে তাকে অপারেশন করতে হয়েছিল। তার নাম সাফিন হাসান । সাফিন হাসানের গল্প ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক অনুপ্রেরণা। প্রথম জীবনে তার সংগ্রামের কাহিনী সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আর অনুপ্রেরণা । বর্তমানে ভারতবর্ষের গুজরাটের সর্বকনিষ্ঠ আইপিএস অফিসার তার সঙ্গে অল ওভার ইন্ডিয়ায় অন্যতম কনিষ্ঠ আইপিএস অফিসার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন । ইউ পি এস সি পরীক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। সাফিন হাসান যিনি ২২ বছর বয়সে আইএএস অফিসার হওয়ারও অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, ২০১৮ সালে মর্যাদাপূর্ণ ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বছর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৫৭০ তম স্থান অর্জন করেন। ২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর, জামনগর জেলায় সহকারী পুলিশ সুপারের ভূমিকা গ্রহণ করার সাথে সাথে তার যাত্রা অব্যাহত ছিল।

সাফিন হাসানের সাফল্যের গল্প উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইউপিএসসি প্রার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় এবং অনুপ্রেরণাদায়ক।

গুজরাটের পালানপুর জেলার কানোদর গ্রামের বাসিন্দা, সাফিন হাসান একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। একটি কঠিন প্রতিপালনের মুখে, তিনি অটল দৃঢ়সংকল্প প্রদর্শন করেন এবং ভারতের সর্বকনিষ্ঠ আইপিএস অফিসার হওয়ার গৌরব অর্জনের জন্য কঠিন বাধা অতিক্রম করেন।

# ক্যান্সার রোগীদের পাশে স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক

**সানাউল্লাহ আহমেদ ● কলকাতা**

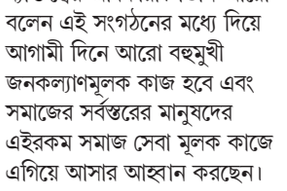

**আপনজন:** স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক মানবিকতার নজির গড়ল ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জটিল মারণাপন্ন রোগীদের দুয়ারে কিছু আর্থিক সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে। দক্ষিন ২৪ পরগনার কুল্পী ব্লকের চন্ডীপুর গ্রামের অসুস্থ কর্মহীন মোমিন আলী খান এর ১০ বছরের কন্যা মোমতাহেনা খান দুরারোগ্য ক্যান্সারের শিকার। বিগত দুই বছর ধরে প্রথমে ব্যাঙ্গালোর ও পরে বা বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালে চিকিৎসাধীন প্রকৃত অভিভাবক বলতে গেলে দিদা মতীয়ন বিবি ও যাটোর্ধ দাদু নূর হোসেন খান। বিগত দুই বছর ধরে এই ছোট্ট শিশুটির চিকিৎসার স্বার্থে এলাকার মানুষ অপরিচিত মহলে সাহায্য নিয়ে ও নিজের যেটুকু সহায় সম্পত্তি ছিলো সব মিলিয়ে কুড়ি লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের ফলে পরিবারটি বর্তমানে সহায় সম্বলহীন।ও ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে ছুটি করে নিতে বাধ্য হয়েছে আর্থিক সমস্যার কারণে। এমতাবস্থায় স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিছু অর্থ নিয়ে পাশে দাড়ালো। এমনকি মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহর পাড়ার এক হতদরিদ্র মেধাবী ছাত্রের বয়স ২১ বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র বেশকিছুদিন ধরে পেটের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে কোলকাতা পেয়ারলেস হসপিটালে ভর্তি। এমতাবস্থায় এই দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়েছে স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম মন্ডল জানান যে, স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্ক থেকে বহুমুখী কর্মসূচি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে একেরপর এক এবং প্রতিটি কাজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো কারন এই সংগঠনে যে সকল যুব ছেলেরা জড়িত রয়েছে সকলেই খুব সক্রিয় এবং সৎনিষ্ঠার সহীত কর্মঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আরো বলেন এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে আরো বহুমুখী জনকল্যাণমূলক কাজ হবে এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের এইরকম সমাজ সেবা মূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান করছেন।

# রামনবমীর সূচনায় মন্ত্রী

**সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া**

**আপনজন:** আনন্দময়ী কালীবাড়ির ভক্ত বৃন্দের পরিচালনায় রামনবমী উৎসবের শুভ সূচনা হল মঙ্গলবার কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে। সূচনা করলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর (কোচন), মন্দির কমিটির দুই পুরোহিত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরপিতা রঘুনাথ দে, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম বোস ও গৌতম রায় প্রমুখ।

# গরমেও প্রচার সায়নী ঘোষের

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর**

**আপনজন:** মঙ্গলবার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে হাড়দহ অঞ্চলের সকালে উত্তর ভাগ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী সায়ানী ঘোষ । এই প্রচারে প্রচুর সংখ্যক কর্মীদের উচ্ছ্বাসে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য , এই গরমকে উপেক্ষা করে হুট খোলা গাড়িতে প্রচার করছেন তিনি। এছাড়া এই প্রচারে নেমে সায়ানী ঘোষ সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, প্রচারে জিততে পারবে না বলে বিজেপি চক্রান্ত করে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি, সিবিআই কে ব্যবহার করছে।

# গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানসহ সদস্যরা এলেন তৃণমূলে

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর লক্ষ্যে মরিয়া ঠিক তখনই গোষ্ঠী কোন্দলে অপমানিত হয়ে বিজেপি পরিচালিত কাষ্টগড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সহ এক সদস্যার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান।যাহা এলাকায় সংগঠনের ভীত আরও নড়বড়ে হয়ে উঠবে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ধারণা।ঘটনাটি রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের কাষ্টগড়া পঞ্চায়েতের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূম জেলার বুকে বিজেপি যে কয়টি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তারমধ্যে কাষ্টগড়া পঞ্চায়েত ছিল একটি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠন করা পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান সহ এক সদস্যার অন্য দলে যোগদানের ফলে ভোট অঙ্কে ফের কাটাকাটির হিসেবে গরমিল দেখা দিতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

প্রখর রৌদ্রের দাবদাহের মধ্যেও দলীয় কর্মী সমর্থকরা বাড়ি বাড়ি এলাকায় প্রচার সারছেন। দলীয় কর্মীদের নিয়ে ফাঁকফোকর মেটাতে বৈঠকে বসা থেকে ভোটের রণকৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।তারই মধ্যে কোথাও কোথাও কখনো কখনো কোনো কোনো নেতা-নেত্রীকে পড়তে হচ্ছে ক্ষোভের মুখে। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মানুষকে আস্বাস দিয়ে ভোট ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল বিজেপির অন্দরে ক্ষোভের বহিপ্রকাশ হিসেবে দলে ভাঙ্গন। বীরভূমের রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি পরিচালিত প্রধান তথা বিজেপির ব্লক সভানেত্রী পিঙ্কি মন্ডল ও সেই সাথে পঞ্চায়েত সদস্যা তথা বিজেপির জেলা মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা সুখী মুরমু হেমরম দুজনেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। মঙ্গলবার রামপুরহাট তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক সভাপতি নিহার মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি সৈয়দ মইনুদ্দিন হোসেন, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম সহ কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ। সদ্য বিজেপি ছেড়ে আসা কাষ্টগড়া পঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি মন্ডল জানান আমি বিজেপির প্রধান ছিলাম কিন্তু বিজেপি নেতা-নেতৃত্বরা আমাকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে দেয়নি পঞ্চায়েত।

# সেলিমের সমর্থনে ডোমকলে শতরূপ

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত জাতীয় কংগ্রেস সমর্থীত প্রার্থী মহ: সেলিমের সমর্থনে জনসভা জলঙ্গীর সাদিখান দেয়ার এরিয়া কমিটির নেতৃত্বে কালীগঞ্জ বাজারে। এদিনের সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা শতরূপ ঘোষ, জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা, কংগ্রেসের রাজ্য যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী বিশ্বাস, জলঙ্গি বিধান সভার প্রাক্তন বাম বিধায়ক ইউনুস সরকার, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা সহ একাধিক বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব গণ। এদিন বাম কংগ্রেসের নেতৃত্বরা একাধিক ভাষায় আক্রমন করেন তৃণমূল ও বিজেপি কে।বিশেষ করে বাম যুব নেতা শতরুপ ঘোষ তার বক্তব্যর মধ্য বলেন যে রাজ্যর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস হলো বিজেপির বন্ধু তারা মুখে বলেন ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে আর ব্যস্ত অন্য ।তিনি আরো বলেন জোট সরকার কেন্দ্রে আসলে একশো দিনের কাজ দুশো দিনের করা হবে।ক্যাজুয়াল স্টাফ দের স্থায়ী করণ করা হবে ,সমকাজে সমবেত করা হবে বলেও তিনি জানান। তিনি আরো বলেন যখন সাগর দিঘি মডেল হয়ে উঠছিল গোটা রাজ্য বাম কংগ্রেসের তখন শাসক দল তৃণমূল তাদের ক্ষমতার বলে জোটের বিধায়ক নিয়ে নিল। তাই মানুষের রায় এবার পার্লামেন্টে মুর্শিদাবাদ জেলার তিন প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# সন্দেশখালির ঘটনায় ধৃত ৩ জনকে জামিন

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** সন্দেশখালির আকুঞ্জি পাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে রেশেন বণ্ঠন দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্ত করতে গিয়ে গত ৫ জানুয়ারি ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হনমেহবুব মোল্লা, সুকমল সর্দার ,আলী হোসেন ঘরামী। তাদেরকে মঙ্গলবার ৩০০০ টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হল বসিরহাট মহকুমা আদালত থেকে।এই প্রথম জামিন পেলেন সন্দেশখালি কান্ড নিয়ে সিবিআই হেফাজত থেকে ৩ জন। আসামির পক্ষে আইনজীবী কালিচরণ মন্ডল জানান, তার তিন মক্কেলকে গ্রেফতার করার পর ৯৪ দিন হয়ে গিয়েছে। সিবিআই এখনো পর্যন্ত ধৃত দের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে পারেনি। তাই বসিরহাট মহকুমা আদালত মেহেবুব মোল্লা, সুকমল সর্দার ও আলী হোসেন ঘরামীকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেয়। এদিকে মঙ্গলবার বসিরহাটের পুলিশ সুপার অফিসে সিবিআই এর একটি প্রতিনিধি দল যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করার পর ওই সিবিআই এর প্রতিনিধি দলটি সন্দেশখালির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সন্দেশখালিতে বিভিন্ন স্পটে ফের পরিদর্শন করেন সিবিআই অফিসাররা। শাহজাহানের বাড়ির পাশাপাশি যেখানে প্রথম গোলমাল হয়েছিল সেইসব স্পট গুলিতে যান সিবিআই অফিসাররা। গ্রামবাসীদের সাথে কথাও বলেন তারা।

# জয়নগরে বাম কর্মী সমর্থকের তৃণমূলে যোগ

**চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর**

**আপনজন:** বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে এবং কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল এর নির্দেশে মঙ্গরবার লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা ও যোগদান মেলা হয়ে গেল। এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল, কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, জয়নগর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর, কুলতলি বিধানসভার শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান আবুবাক্কার সর্দার, তৃণমূল সুন্দরবন সংগঠনিক জেলা যুব সহ সভাপতি মিলন পূরকাইত, বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসুরা গাজী, বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী সহ আরো অনেকে। এদিন বিরোধী এস ইউ সি আই ও সিপিআই এম দল থেকে ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য/ সদস্যা সহ প্রায় ৩০০০জন কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেন। আর এদিন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল ও জয়নগর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।

# রামলালার আদলে পুত্রকে সাজালেন মা

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** এ যেন সাক্ষাৎ রামলালা এবার বাঁকুড়া শহরে। রামনবমীর আগে এক মেকআপ শিল্পীর মেকআপের জাদুতে নিজের ছেলেকে সাজিয়ে তুলেছেন সদ্য অযোধ্যায় স্থান পাওয়া রামলালার আদলে।

এক পলকে দেখলে অবাক হবেন আপনিও। বাঁকুড়া শহরের স্কুলডাঙ্গার বাসিন্দা মেকআপ শিল্পী চৈতালি বিশ্বাস এর আগেও তার সৃজনে নজর কেড়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই তার স্কুলডাঙ্গার বাসভবনে কখনো আলুর তারা মা আবার কখনো বেগুনের শিব বানিয়ে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিলেন।

এবার রাম নবমীর প্রাক্কালে নিজ হাতে ছেলেকেই রূপ দিয়েছেন রামলালার। অযোধ্যার রাম মন্দিরের রামলালা যেন তার বাড়িতেই বিরাজমান।

ছেলে আয়ুষ্মান বিশ্বাসকে এই রূপ দিতে টানা প্রায় ১০ ঘন্টা ধরে চলে মেকআপের কাজ। রামলালার আদলে মুখের অবয়ব থেকে অঙ্গসজ্জা এবং বিভিন্ন অলংকারের মেলবন্ধনে একদম জীবন্ত রামলালার রূপ দিয়েছেন চৈতালি দেবী।

# মঙ্গলবার বিকেলে ফের মেট্রো বিভ্রাট

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** মঙ্গলবার বিকেলে মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে মেট্রো পিলারের পাশে ধোঁয়া দেখা দেয় হঠাৎ। অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় মঙ্গলবার বিকেল চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট থেকে আংশিকভাবে মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরত যাত্রীদের চরম ভোগান্তি শিকার হতে হয়।। বেশ কয়েক ঘন্টা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়। জানা গেছে উত্তম কুমার স্টেশনের একটি পিলারের ভায়াডাক্টে আগুন দেখা যায়। তড়িঘড়ি মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন থেকে কবি সুভাষের মধ্যে। তবে দক্ষিণেশ্বরের দিকে পরিষেবা ছিল স্বাভাবিক। ছুটে আসেন মেট্রোর কর্মীরা। বৈদ্যুতিক বিভাগের কর্মীরা এসে দীর্ঘক্ষন ধরে কাজকর্ম করার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট নাগাদ ফের মেট্রো চলাচল শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার সকালেও মেট্রো বিভ্রাটের শিকার হন আমজনতা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায় গড়িয়াগামী মেট্রো শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

# হাড়োয়ায় আবাসের ফর্ম নিয়ে দুয়ারে কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ

**মনিরুজ্জামান ● বারাসত**

**আপনজন:** শিয়রে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন।এই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক দলগুলি পুরোদস্তর মাঠে নেমে পড়েছে। সাধারণ ভোটারদের পাশে পেতে বিভিন্ন রকমের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়নে পিছপা হচ্ছে না ভোট প্রার্থীরা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আবাস যোজনার ফর্ম বিতরণ করতে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী কোর কমিটির সদস্য, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। ফর্ম বিতরণ পরবর্তী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ফারহাদ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ এবং দুয়ারে সরকারের ফলশ্রুতি একশ দিনের কাজের টাকা যেভাবে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে তাতে বিরোধী দলগুলো কম্পিত। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল মার্জিনে জয়লাভ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪২ টি আসন উপহার দেবেন। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।কত ভোটের মার্জিনে তিনি জিতবেন তার হিসাব নিকাশ করতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

আবাস যোজনার ফর্ম বিতরণ প্রসঙ্গে ফারহাদ জানান, হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত কামদুনি গ্রামে মোট ভোটার সংখ্যা ১২৬০ জন তাদের মধ্যে বাছাই করা ৩২ টি দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের হাতে ফর্ম তুলে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য কামদুনি গ্রামে ৯০% মানুষ তপশিলি জাতি ভুক্ত, পাশাপাশি দশ শতাংশ মানুষ অন্যান্য শ্রেণীর।বিগত দিনে এই এলাকাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে মা মাটি মানুষের সরকার। ফর্ম প্রাপক রঞ্জিত মন্ডল এবং তার স্ত্রী লক্ষীবালা মন্ডল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। উল্লেখ্য, কামদুনি ছাড়া মহেশগোদীতে ৭৫, খড়িবেড়িয়া ৬২,লাঙ্গলপোতা ২২, মাটিয়াগাছাতে ৩২, গলাসিয়াতে ৩০,ভাতুড়িয়া ২২ জনের হাতে আবাসের ফর্ম তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোঃ শাহাবুদ্দিন আলী, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল ইসলাম মোল্লা, উপপ্রধান রমা মন্ডল, শরিফুল ইসলাম, সুব্রত কয়াল, বাবলু মন্ডল, প্রদীপ মন্ডল প্রমুখ।

# ওড়িশায় দুর্ঘটনার কবলে কলকাতাগামী বাস, মৃত ৫

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় পুরী থেকে কলকাতার দিকে রওনা দিয়েছিল বাসটি। আনুমানিক বাসে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিল বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে এই ঘটনায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত ৩০ জনেরও বেশি

চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে পুলিশ । ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক শোকপ্রকাশ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন ক্ষতিপূরণ। দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে ঘোষণা ওড়িশা সরকারের। ওড়িশা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে জজপুর জেলায় জাতীয় সড়কের উপর একটি ফ্লাইওভার থেকে নীচে পড়ে যায় বাসটি। বাস চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন জয়পুরের চিফ ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার।

# এসইউসিআই প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার

**মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি**

**আপনজন:** বামপন্থী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বীরভূম লোক সভা কেন্দ্রের প্রার্থী আয়েষা খাতুন। তার সমর্থনে মঙ্গলবার নলহাটিতে জোর কদমে চলে নির্বাচনী ভোট প্রচার। প্রচারে আওয়াজ ওঠে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যেভাবে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। একদিকে মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হচ্ছে গরিব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। পাশাপাশি বেকারের সংখ্যা ৭৭ বছর স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েছে। দলের প্রার্থী আয়েশা খাতুন গণআন্দোলনের এক সৈনিক। রামপুরহাট কলেজে পড়াশোনার সময় তিনি ছাত্র সংগঠনে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ ফেল চালুর দাবিতে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ সহ শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে নামিয়ে আনা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছেন। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, জেলার যেখানেই মেয়েদের উপর এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটেছে সেখানেই তিনি পরিবারের পাশে থেকেছেন। দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে বহু ক্ষেত্রে দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আশা আইসিডিএস সহ স্কিম ওয়ার্কারদের নানান দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন সম্প্রতি আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার তাদের মাসিক বেতন বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি বীরভূম জেলার পাথর খাদান শিল্প এলাকার শ্রমিকদের নানান দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে আসছেন। তার উদ্যোগে রামপুরহাটে কয়েক বছর ধরে চলছে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যাসাগর ফ্রি কোচিং সেন্টার

# পারভূরশীটে বিশ্ব নবী দিবস উদযাপিত

**আব্দুস সামাদ মন্ডল ● পুরশুড়া**

**আপনজন:** হুগলী জেলার পুরশুড়া থানার অন্তর্গত পারভূরশীট জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে বিশ্ব নবী দিবস উদযাপন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো গতকাল। এদিন দুপুর থেকে চলে কেরাত, গজল,ক্যুইজ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান মাগরিবের পর শুরু হয় গুনীজন সংবর্ধনা।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যুব মিলন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শেখ নাজিম সাহেব। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাওঃ নাজিম মল্লিক সাহেব, চিলাডাঙ্গী এস.এম মার্বেল কর্ণধার সেখ মনসুব হোসেন, সৈয়দ রুহুল্লাহ, উক্ত মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা হাসানুর সাহেব সহ বহু আলেমেদ্বীন ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

# তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

**বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর**

**আপনজন:** তীব্র দাব দহে মানুষ অসুস্থ পরছে। বৃদ্ধা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন নিজের কাজের উদ্দেশ্যে।কিন্তু অটোতে যাওয়ার পথে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধার। অটোচালকের প্রচেষ্টায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। মৃতার পরিচয় জানতে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ছবি শেয়ার করেন অটো চালক কর্মীরা। সেই সূত্র ধরেই মৃতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । দেহ আজই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে সোনারপুর থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সোনারপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতার নাম শেখ শাকিলা বিবি (৬২)। স্বামী প্রয়াত আকবর আলী। তিনি সোনারপুরেরই দক্ষিণ জগদ্দল এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এদিন চৌহাটি আসার উদ্দেশ্যে পেয়ারা বাগান এলাকা থেকে অটোতে চাপেন তিনি। আসার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অটোচালক ও সহযাত্রীরা তাকে সোনারপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

# প্রার্থীর মিছিল

*আপনজন: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, বিভেদ মূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিহত করতে এবং সংগ্রামী বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী অধ্যাপক কমরেড বিজয় দলুইকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বোলপুর শহরের রেলস্টেশন মোড় থেকে চিত্রা মোড় পর্যন্ত মিছিল করা হয়। ছবি ও তথ্য: আমীরুল ইসলাম*

# চোট নয়, ছন্দে না থাকায় নিজ থেকেই খেলতে চাননি ম্যাক্সওয়েল

**আপনজন ডেস্ক:** এবারের আইপিএলে নামীদামি ক্রিকেটারদের মধ্যে যাঁরা চরম ব্যর্থ, তাঁদের একজন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা অলরাউন্ডার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে এ মৌসুমে ৬ ম্যাচে মাত্র ৫.৩৩ গড়ে করেছেন ২৮ রান। এর মধ্যে তিনটিতেই মেরেছেন ডাক। ৯৪.১২ স্ট্রাইক রেট তাঁর নামের সঙ্গে কোনোভাবেই যায় না। একে তো বেঙ্গালুরুর ন্যূনতম প্রত্যাশাটুকুও পূরণ করতে পারছেন না, তার সঙ্গে দুঃসংবাদ হয়ে এসেছে চোট। ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, গত বৃহস্পতিবার মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চোট পেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। এ কারণে নাকি গত রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলতে পারেননি। তবে খোদ ম্যাক্সওয়েলের দাবি, চোটের কারণে নয়, ছন্দে নেই বলে নিজ থেকেই বিশ্রাম চেয়ে নিয়েছেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে চাঙা হয়ে উঠতেই টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে এ অনুরোধ জানান তিনি। টিম ম্যানেজমেন্ট সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকে গত রাতের ম্যাচে বিশ্রামে রেখেছিল।
হারের বৃত্তে বন্দী বেঙ্গালুরু কাল ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছে। হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানরা বেঙ্গালুরু বোলারদের ওপর দিয়ে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে তুলেছেন ২৮৭ রান, যা আইপিএল ইতিহাসের দলীয় সর্বোচ্চ। প্রথম ইনিংস শেষেই ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু দেখার ছিল বেঙ্গালুরুর হারের ব্যবধান।
অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির ২৮ বলে ৬২ আর উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিকের ৩৫ বলে ৮৩ রানের সুবাদে দলটি শেষ পর্যন্ত ২৫ রানে হেরেছে।
এবার বেঞ্চে বসে বেঙ্গালুরুর হার দেখা ম্যাক্সওয়েল ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'আগের ম্যাচ (মুম্বাইয়ের বিপক্ষে) শেষে ফাফ (ডু প্লেসি) ও কোচদের কাছে গিয়ে বলেছি, আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার এটাই সময়। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি আগেও পড়েছি। যত বেশি খেলেছি, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। তাই আমি অনুভব করেছি নিজেকে একটু মানসিক ও শারীরিকভাবে বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন, যাতে আমার শরীর আবারও ঠিকঠাক সাড়া দেয়। আমি মনে করি অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার এটা ভালো সময়। আশা করি সে তার সক্ষমতা দেখিয়ে দলে জায়গা পাকাপোক্ত করবে।'
ম্যাক্সওয়েলের ফর্ম-খরা আইপিএলেই শুরু হয়েছে। দারুণ ছন্দে থেকেই তিনি বেঙ্গালুরুতে যোগ দিয়েছিলেন। গত নভেম্বর থেকে আইপিএল শুরুর আগপর্যন্ত ১৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪২.৪৬ গড়ে, ১৮৫.৮৫ স্ট্রাইক রেটে করেছিলেন ৫৫২ রান। এ সময়ে ছিল দুটি সেঞ্চুরিও। কিন্তু আইপিএল খেলতে এসে বাজে সময় পার করছেন। ৬ ম্যাচ খেলে দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন মাত্র একবার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ২৮ রান করলেও 'জীবন' পেয়েছেন দুবার। তাঁর বাকি পাঁচ ইনিংস এমন—০, ৩, ০, ১, ০।
হঠাৎ ছন্দ হারিয়ে ফেলা নিয়ে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কখনো কখনো এমনটা হতে পারে। এটা পরিবর্তনশীল একটা খেলা। প্রথম ম্যাচের কথাই যদি বলি, বল কিন্তু আমার ব্যাটের মাঝ বরাবর লেগেছিল। এরপরও বল কিপারের হাতে গেছে। রান করার সুযোগ আছে দেখে আমি একটু আগেই শট খেলে ফেলেছিলাম। সময় আমার পক্ষে থাকলে বল (কিপারের) গ্লাভসের অনেক দূর দিয়ে যেত। প্রথম বলেই আমি বাউন্ডারি পেয়ে যেতাম। টুর্নামেন্টের শুরুটাও ভালো হতো। কিন্তু সেটা হয়নি।'

# আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতল মোহনবাগান

**আপনজন ডেস্ক:** ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম বার লিগ শিল্ড জয় করল সবুজ মেরুন শিবির। তেমনই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে প্রথম বার মুম্বই সিটি এফসিকে হারাল মোহনবাগান। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তৈরি হল গর্বের ইতিহাস ও অবিশ্বাস্য একটা মুহূর্ত। গত বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। যদিও গত বার লিগ শিল্ড অধরাই ছিল। এ বারও প্রবল চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। লিগ শিল্ডের জন্য লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসিকে হারাতেই হত মোহনবাগানের।
সবুজমেরুন শিবিরের কাছে ঘরের মাঠে এই ম্যাচের গুরুত্ব কতটা ছিল, এ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই মন থেকে চাইছিলেন শিল্ড জিততে। পরিশ্রমের ফলও মিলল। আইএসএলে এ বার মাঝ পথে খেই হারিয়েছিল মোহনবাগান। ইংরেজি বছরের শুরুতেই কোচ বদলও হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। তাঁর হাতে দল পড়তেই আবারও সেই আগ্রাসী মোহনবাগানকে খুঁজে পাওয়া যায়। যার পুরস্কার এই লিগ শিল্ড জয়। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের ২৮ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর অনবদ্য গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এক গোল দিলেও মোহনবাগান শিবিরে অস্বস্তি ছিল। অবশেষে লিড মেলে দ্বিতীয়ার্ধে। ৮০ মিনিটে ২-০ লিড নেয় মোহনবাগান। জেসন কামিন্স লিড দেন দলকে। যদিও পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যেই বদলে যায়। মোহনবাগান ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হ্যামিল রেড কার্ড দেখেন। ছাংতের গোলে ব্যবধান কমায় মুম্বই সিটি এফসি। বেশ কিছুক্ষণ দশ জনে খেলতে হয় সবুজ মেরুনকে।
যদিও শেষ অবধি মোহনবাগানে কোনও অঘটন ঘটেনি। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শিল্ড জয় সবুজ মেরুনের। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলতে পারবে মোহনবাগান। তার আগে সবুজ মেরুনের লক্ষ্য এ বার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এদিন মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা মোহনবাগানকে ২০২৩-২৪ আইএসএল লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। মোহনবাগানকে আন্তরিক অভিনন্দন! মুম্বাই সিটি এফসির বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক জয়, চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আরও একটি মুকুট। খেলোয়াড়, ম্যানেজমেন্ট এবং কোচিং স্টাফদের অনেক শুভেচ্ছা। যাদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম এই অসাধারণ কৃতিত্ব ঘরে তুলেছে।" এদিকে মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। তিনি বলেন, "অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। আইএসএলে লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সমর্থকদের জানাই হার্দিক অভিনন্দন। এ জয় শুধু মোহনবাগানের নয়, এ জয় সারা বাংলার জয়। এই জয়ের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোহনবাগান ক্লাবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

# সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার ছক্কা মারা কার্তিক কি ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন

**আপনজন ডেস্ক:** ছক্কা মারলেন ৭টি, যার মধ্যে একটি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার। খেলেছেন ৩৫ বলে ৭ ছক্কা ও ৫ চারে ২৩৭.১৪ স্ট্রাইকরেটে ৮৩ রানের ইনিংস। শুধু গতকালই যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে এমন খেলেছেন, তা নয়, এর আগের ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষেও অপরাজিত ২৩ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেছেন দিনেশ কার্তিক।
সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আইপিএলে রান করেছেন ৭৫.৩৩ গড়ে ২২৬। টি-টোয়েন্টিতে কার্তিকের মতো ফিনিশারদের যা দরকার, সেই স্ট্রাইকরেটও দুর্দান্ত—২০৫.৪৫। প্রশ্ন হলো, এত কিছুর পরও কার্তিক কি ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন?
উত্তরটা কার্তিকের বিপক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি। কারণ, জুনে ৩৯ ছুঁতে যাওয়া কার্তিক এখন যতটা না ক্রিকেটার, তার চেয়ে বেশি ধারাভাষ্যকার। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর ভারতের হয়ে খেলা হয়নি কার্তিকের। এখন তিনি ধারাভাষ্যকক্ষে সঙ্গ দেন হার্শা ভোগলে, কেভিন পিটারসনেদের। গতকাল তাঁর অমন ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান পিটারসেন তো বলেই ফেলেছেন, 'এর আগে কোনো ধারাভাষ্যকারকে এমন ভালো ব্যাটিং করতে দেখিনি!'
কার্তিককে নিয়ে গতকাল স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আম্বাতি রাইডু। চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের হয়ে দীর্ঘদিন আইপিএল খেলা রাইডু কার্তিককে বিশ্বকাপ দলে চাইছেন, 'কার্তিক সব সময় মহেন্দ্র সিং ধোনির আড়ালে ছিল, যে কারণে ধারাবাহিক সুযোগ পাননি। সম্ভবত শেষবারের মতো সে ভারতের ম্যাচ উইনার হতে পারে, বিশ্বকাপ দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করা ও ট্রফি জিততে ভারতকে সহায়তা করার সুযোগ সে পেতে পারে। আমার মনে হয় ভারতের তাকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত।'
সেই অনুষ্ঠানেই এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপ দলে থাকার দৌড়ে সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা কার্তিকের চেয়ে এগিয়ে। ইরফান বলেছেন, 'আমার মনে হয় বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে কার্তিকের চেয়ে সঞ্জু স্যামসন এগিয়ে, কিংবা জিতেশ শর্মা—যে সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলেছে। অন্য কেউ ভালো খেলছে বলে বর্তমানে যারা খেলেছেন তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।'
ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার দৌড়ে আছেন বেশ কয়েকজন। স্যামসন, জিতেশের বাইরে এই দৌড়ে আছেন লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান। অন্যদিকে চোট কাটিয়ে ফেরা ঋষভ পন্তও নিজেকে প্রমাণ করে যাচ্ছেন। মাঠে ফিরে ৬ ইনিংসে ১৫৭.৭২ স্ট্রাইকরেট আর ৩২.২২ গড়ে তিনি রান করেছেন ১৯৪। কার্তিক বিশ্বকাপে থাকুক বা না থাকুক, ক্যারিয়ারের শেষ আইপিএলে এসেও রাহুল, কিষানদের সঙ্গে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর নামটাও যে আলোচনায় আসছে, সেটাই-বা কম কিসে!
যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

# চাবুক দিয়ে ফুটবলারকে আক্রমণের পর দর্শকের জন্য কঠোর আইন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব

**আপনজন ডেস্ক:** ফুটবলারকে 'চাবুকপেটা' করছেন এক দর্শক! অভাবনীয় এমন দৃশ্যই দেখা গিয়েছিল গত বৃহস্পতিবার সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে। ন্যক্কারজনক ওই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে সৌদি অ্যারাবিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (এসএএফএফ)। সৌদি ফুটবল ফেডারেশন গতকাল জানিয়েছে 'দর্শক আচরণবিধি' পর্যালোচনা করে সেটিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে তারা।
আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত সুপার কাপের ফাইনালে আল ইত্তিহাদকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আল হিলাল। সেই ম্যাচে আল ইত্তিহাদের মরোক্কান খেলোয়াড় আবদেররাজাক হামদাল্লাহর সঙ্গে তর্কাতর্কি বেধেছিল মাঠের কাছাকাছি গ্যালারিতে থাকা এক দর্শকের সঙ্গে। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তির দিকে পানি ছুড়ে মারেন হামদাল্লাহ। এরপরই সেই ব্যক্তি চাবুক দিয়ে হামদাল্লাহর শরীরে আঘাত করেন। এরপর অন্য দর্শক ও খেলোয়াড়েরা এসে দুজনকে দূরে সরিয়ে নেন। ম্যাচে ইত্তিহাদের একমাত্র গোলটি করেছিলেন হামদাল্লাহই।
গতকাল সৌদি ফুটবল ফেডারেশন ও দেশটির পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন পিএফএ বিবৃতি দিয়েছে এই বিষয়ে, 'আল ইত্তিহাদ ক্লাবের এক খেলোয়াড়কে এক দর্শক শারীরিকভাবে আঘাত করছেন, এমন দৃশ্য দেখে আমরা স্তম্ভিত।'
সেই বিবৃতিতে এমন ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে, 'এএফসি ও ফিফার অন্য সব সদস্যের মতো সৌদি অ্যারাবিয়া ফুটবল ফেডারেশনও যাঁরা ফুটবল দেখতে আসেন ও খেলেন তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়। সৌদি আরবে ফুটবল পারিবারিক খেলা, এখানে বিশৃঙ্খলার ঘটনা নেই বললেই চলে। "তথাকথিত" সেই দর্শকের আচরণ সৌদি ফুটবলের ছবি হতে পারে না। আমরা এ ঘটনার নিন্দা জানাই।'

# অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কামিন্স উইজডেনের 'লিডিং ক্রিকেটার'

**আপনজন ডেস্ক:** একবার নয়, ২০২৩ সালে দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি। পাঁচ মাস পর আরেকটি ফাইনালে সেই ভারতকে হারিয়েই ওয়ানডে বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। দুবারই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ট্রফি হাতে তুলেছেন প্যাট কামিন্স। অধিনায়ক হিসেবে দলকে সাফল্য এনে দেওয়া কামিন্স ব্যাট ও বল হাতেও ছিলেন দুর্দান্ত। ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেনের চোখে ২০২৩ সালের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন কামিন্সই। যে স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক নাম উইজডেন'স লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।
কামিন্সের হাত ধরে ১১ বছর পর কোনো অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার পেলেন এই স্বীকৃতি। কামিন্সের আগে সর্বশেষ অস্ট্রেলীয় পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে লিডিং ক্রিকেটার হয়েছিলেন দলটির সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক, ২০১২ সালে। কামিন্সের আগে টানা চার বছর স্বীকৃতিটা পেয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা। ২০২২ সালসহ যেখানে তিনবারই বর্ষসেরা

হয়েছিলেন বেন স্টোকস।
শুধুই দুটি বিশ্ব আসরে নয়, কামিন্স গত বছর ইংল্যান্ডে হওয়া অ্যাশেজেও নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। রোমাঞ্চকর সেই সিরিজ ২-২-এ ড্র করে মর্যাদার 'ছাইদানি' ধরে রাখে অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সকে কেন বর্ষসেরার সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেটি ব্যাখ্যা করেছেন উইজডেনের সম্পাদক লরেন্স বুথ, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যে নেতৃত্ব দেওয়ার পর প্যাট কামিন্স অ্যাশেজ ধরে রেখেছেন। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টের শেষ দিকে নেমে ব্যাট হাতে অবদান রেখেছেন কামিন্স। এরপর ভারতে বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২৩ সালে আর কোনো সিমার তাঁর ৪২ উইকেটের চেয়ে বেশি পাননি।'
মেয়েদের লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়েছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট। ইংলিশ অলরাউন্ডারের বর্ষসেরা হতে বড় ভূমিকা রেখেছে মেয়েদের অ্যাশেজে তাঁর পারফরম্যান্স। ওয়ানডে সংস্করণে টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন সিভার-ব্রান্ট। এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৬ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন এক ম্যাচে।
উইজডেন 'ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার্স
মিচেল স্টার্ক, উসমান খাজা, অ্যাশ গার্ডনার, হ্যারি ব্রুক ও মার্ক উড উইজডেন 'ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার্স'ও ঘোষণা করেছে। যেখানে অ্যাশেজের কারণে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদেরই প্রাধান্য। ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার্সের সম্মান একজন ক্রিকেটার জীবনে একবারই পান। আর সেটি দেওয়া হয় ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মে পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষ মিলিয়েই। এবার সেরা পাঁচ ক্রিকেটার হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক, উসমান খাজা, অ্যাশ গার্ডনার এবং ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক ও মার্ক উড।

# বাংলাদেশের স্পিন কোচের দায়িত্বে মুশতাক

**আপনজন ডেস্ক:** রঙ্গনা হেরাথের বিদায়ের পর বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং কোচের পদটা শূন্যই ছিল। অবশেষে হেরাথের জায়গায় পাকিস্তানের সাবেক লেগ স্পিনার মুশতাক আহমেদকে স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি। আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত মুশতাককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
৫৩ বছর বয়সী সাবেক এই

পাকিস্তানি লেগ স্পিনার বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন আগামী মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে। এর আগে ইংল্যান্ড (২০০৮-২০১৪), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০১৮-২০১৯) এবং সর্বশেষ নিজ দেশ পাকিস্তানের (২০২০-২০২২) স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন মুশতাক। নতুন দায়িত্ব নিয়ে রোমাঞ্চিত মুশতাক বলেছেন, 'স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য সম্মানের। আমি খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চাই। কারণ তারা শিখতে আগ্রহী। আমি সব সময় বিশ্বাস করি বাংলাদেশ বিপজ্জনক দল। তারা যে কাউকে হারাতে পারে। কারণ সেই সক্ষমতা, সম্ভাবনা ও মেধা তাদের আছে।

# চোট নিয়ে খেলে যাচ্ছেন ধোনি!

**আপনজন ডেস্ক:** বয়স ৪২ ছাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেও এখনো ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাঁটুর চোট। যদিও এনিয়ে উদ্বিগ্ন নন ধোনি। বরং অনুশীলনেও লম্বা সময় দিচ্ছেন নিজেকে। চোট নিয়ে খেলেও ম্যাচে নিজের সেরা উজাড় করে দিচ্ছেন ধোনি। ধোনির চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চেন্নাইয়ের বোলিং পরামর্শক এরিক সিমন্স, 'ধোনি নেটে দুর্দান্ত ব্যাট করছে। মাঠেও ঠিক তেমনই খেলেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই ভালো ফর্মে রয়েছে সে। ব্যাট-বলে ভালো সংযোগ হচ্ছে। আসলে তার চোট নিয়ে সকলে একটু চিন্তিত। ধোনি নিজে অবশ্য তেমন উদ্বিগ্ন নয়।' ধোনিকে শক্ত মনের অধিকারী আখ্যা দিয়ে সিমন্স বলেন, 'আমার দেখা অন্যতম কঠিন মানসিকতার মানুষ ধোনি। ওর যন্ত্রণা হচ্ছে কি না বা কতটা হচ্ছে, সেটাও আমরা জানি না। অথচ ধোনি খেলে চলেছে। দলের প্রয়োজনে সবই করছে। হাঁটুর সমস্যা ওর পারফরম্যান্সেও প্রভাব ফেলছে না। আমরা সকলে তার চোট নিয়ে উদ্বিগ্ন। শুধু দলের কথা বলছি না। ক্রিকেটপ্রেমীরাও ধোনিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। অনেকেই তার চোট নিয়ে কথা বলছেন। অথচ ধোনি তেমন কিছুই বলছে না।' আইপিএলের গত মৌসুমেও হাঁটুর চোট নিয়ে খেলেন ধোনি। এরপর অস্ত্রোপচার করাতে হয়। তবে সেই চোট পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। এবারের আইপিএলে কয়েক ম্যাচ পরই পায়ে আইস প্যাক লাগিয়ে হাঁটতেও দেখা গেছে ধোনিকে।

*সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ বিবৃতিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট লিখেছে, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বার্নড হোলৎসেনবাইনের চলে যাওয়ায় আইনট্রাখট পরিবার শোকাহত। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আইনট্রাখটের হয়ে চারটি শিরোপা জিতেছেন। আইনট্রাখটের জার্সিতে বুন্দেসলিগায় তাঁর ১৬০ গোল সম্ভবত কেউ ছুঁতে পারবে না। তাকে করা একটি ফাউল স্থান পেয়েছে ইতিহাসের প্রতিটি বইয়ে, তার অসংখ্য গোলের মধ্যে একটি গোল ভুলে যাওয়ায়ও অসম্ভব... বার্নড হোলৎসেনবাইনের নাম যখনই উচ্চারিত হবে, আইনট্রাখট পরিবার এসব স্মরণ করবে। আইনট্রাখটের এই কিংবদন্তি ২০২৪ সালের ১৫ এপ্রিল মারা গেছেন।'*

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque